অঙ্গীকার

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী
মহারাজের একান্ত - ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনা সংকলন

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

শ্রুতিলেখিকা ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১লা বৈশাখ, ১৪১২
১৫ই এপ্রিল, ২০০৫

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর রহস্য উন্মুক্ত করে তা সকলকে অবগত করার উদ্দেশ্যে ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ একান্ত ঘরোয়ানা পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক অমৃতময় বেদতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তত্ত্ব বোঝাবার জন্য স্বভাবতঃই উদাহরণস্বরূপ আবাসিকদের নাম ধরে ধরে তিনি অনেক আলোচনাই করেছেন। আবাসিকরা ছাড়াও অনেক সময় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, গুরুভাইবোন, বিভিন্ন সংগঠনের (শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত) অধ্যক্ষরা উপস্থিত থাকতেন। আবার কখন কখন বিশেষ আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই বলতেন, আমি তোমাদের ঘরোয়াভাবে অনেক ক্লাস করি। তোমাদের দায়িত্ব তোমরা সব ভাইবোনদের ঘরোয়া করে আমার ক্লাসগুলো আলোচনা করবে এবং ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশ করবে। যদিও আবাসিকদের নিয়ে তিনি অনেক ক্লাস করতেন, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব আলোচনার দ্বার ছিল সকলের জন্য অবারিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''ডুবুরী আমি, ডুব দিয়ে রত্ন আহরণ করছি। আর তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। সেই বহু মূল্যবান রত্ন থেকে যে অলঙ্কার প্রস্তুত হবে, তা জনগণের। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে তাকে গণ্য করা চলবে না।'' এই মহান উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে আবাসিকদের নিয়ে তিনি যে অমৃতময় বেদতত্ত্ব আলোচনা করেছেন, **'বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্ট'** সেই অমৃতময় বেদতত্ত্বের অলঙ্কার সবার কাছে (শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশমত) পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়েছে।

আবাসিকদের কাছে তিনি একদিকে যেমন অভিভাবক (guardian) ছিলেন, অন্যদিকে পরমপিতা। যখন তিনি অভিভাবক, তখন তাদের (আবাকিদের) সুখ দুঃখ, ভালোমন্দের সাথী হয়ে তাদের সাথে থেকেছেন, সঠিক পথে চলার জন্য আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মাঝে মাঝে **অঙ্গীকারও** করিয়েছেন। তিনি বলতেন, তোমরা যদি সৃষ্টির মহান্ উদ্দেশ্য জানতে চাও, তোমরা যদি সঠিক পথে কাজ করতে চাও, তোমরা যদি নিষ্পাপ হতে চাও, নিষ্কলঙ্ক হতে চাও, পাপের থেকে রক্ষা পেতে চাও, অপরাধ থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে একমাত্র আমার সুরের সাথে সুর মিলিয়ে থাক, আমার অন্তরের স্পর্শের সাথে স্পর্শ মিলাও, আর নির্দেশের ধারাপাতা ধরে ধরে সেই নির্দেশমত চল। এটাই আগে **অঙ্গীকার** কর। তোমরা যা কর তাই কর, শুধু এই নির্দেশমতো চলবে।

অভিভাবক হিসাবে একজন আদর্শ অভিভাবক তার সন্তানের শুভ চিন্তায়, শুভ কামনায় জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আর পরমপিতা যখন কারোর অভিভাবক হন, তখন তিনি শুধু মন্ডা মিঠাই খাওয়ানো নয়, তাঁর সন্তানদের জন্য কি না পারেন, তা ভাবার কোন অবকাশ রাখে না।

অন্যদিকে পরমপিতা হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর সন্তানদের কাছে। প্রকৃতির গভীর তত্ত্বের খনি থেকে মণিমুক্তো আহরণ করে একটি একটি করে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে - জন্মমৃত্যুর রহস্য, মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়, আত্মার পুনর্জন্ম হয় কি না, দেবতা আছেন কি নেই, দেবতারা কি মানুষ, না অন্যকিছু? আমরা পৃথিবীতে কেন এসেছি? কোথা থেকেই বা এসেছি? কোথায় বা যাবো? মহানদের পৃথিবীতে আসার কারণ, কেন মহানদের দেহ ধারণ করতে হয়? দেহ নিয়ে কেন মহানদের কাজ করতে হয়? দেহী ছাড়া কেন বিদেহীর কাজ সিদ্ধ হয় না? ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব ঘরোয়া ক্লাসগুলি বিভিন্ন সময়ে ঘরোয়াভাবে আবাসিকদের দ্বারা শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে। এইসব বেদতত্ত্ব পান্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত যা চলার পথে মানুষের জীবনে সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে

দেবে) ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রচারের গুরু দায়িত্ব. উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন বিভাগও গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন **"অভিনব দর্শন"**।

"অভিনব দর্শন" প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদস্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে চতুর্থ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল **অঙ্গীকার**।

পরিশেষে এই বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **'রাম নারায়ণ রাম'**।

চপল মিত্র
(প্রকাশক)

১লা বৈশাখ, ১৪১২

-ঃ অঙ্গীকার ঃ-

বিশেষ দ্রষ্টব্য

- সুখচরধামে অনেক ভাইবোনেরা থাকতেন। বাইরে থেকেও অনেকে নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। ঘরোয়া আলাপের সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝানোর সুবিধার জন্য অনেকের নাম ধরে ধরে বলতেন। প্রয়োজনের স্বার্থে নামগুলি উল্লেখ না করে 'ক' 'খ' ইত্যাদিরূপে বলা হয়েছে।

- অত্যন্ত দুরূহ বিষয় সহজভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তত্ত্ব আলোচনার সময়ে একই কথার পুনরুক্তিঃ করেছেন। বিষয়টি সকলের মনে গেঁথে দেবার জন্য এই পুনরুক্তির অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই আমরা তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সেইভাবেই তুলে ধরেছি।

- পরম পিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রুতিলিখনে, টেপ-রেকর্ড ও পান্ডুলিপি থেকে সংকলনে, তিনি যখন যেমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, হুবহু সেটাই রেখে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও কখনও তিনি একই বাক্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠিক সেইভাবেই তাঁর বাণী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোল।

অঙ্গীকার

(বিশেষ ঘরোয়া তত্ত্ব সংকলন)

(০২-১১-১৯৮৪)

শিব পার্বতী স্নানের ঘাটে বসে আছেন ছদ্মবেশে। শিব পরীক্ষা করার জন্য কুষ্ঠরোগীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। পার্বতী কাতরস্বরে তাঁর স্বামীকে একটু স্নান করিয়ে দেবার জন্য স্নানার্থীদের অনুরোধ করছেন। অন্যান্যরা কুষ্ঠরোগী দেখে ঘৃণায় সঙ্কোচে দিল দৌড়। একমাত্র দীনেশই এগিয়ে এল। সেই তাঁকে ভালভাবে স্নান টান করিয়ে দিল। শিবের কৃপায় পার হলো দীনেশ। স্বয়ং শিবশম্ভুর দর্শনও সে লাভ করলো। এইভাবে শিব বললেন, আমাকে যে অন্তর থেকে ডাকবে, তার ডাক যদি ঠিকমত আমার কাছে পৌঁছায়, তার কাজ আমি করবো। এই হলো সাধনা।

সাধনা কি? সাধনাই হলো আকুলতায় ব্যাকুলতায়, আঘাতে ব্যাঘাতে স্মরণে মননে অন্তরের কাতর প্রার্থনা Nature-এর (প্রকৃতির) কাছে জানানো। সাধকের সেই কাতর আর্ত্তনাদ, হে প্রভু হে দায়ময়, আমায় নিয়ে যাও, তোমার কাছে নিয়ে যাও, আর পারছি না। আর এখানকার মায়া মোহ ভালবাসা আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। তুমি নিয়ে যাও আমাকে তোমার কাছে, তোমার সাথে। এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে, কাঁদতে কাঁদতে দিনের পর দিন চলে গেল। তারপর দেখা গেল, সাধকের কান্নার সাথে

ভেসে আসছে এক সুর, Nature-এর (প্রকৃতির) মহানির্দেশে এই সুর আসতে বাধ্য। তারপর সমাজ সংসারে, তার জীবনে পরিপালনে যে নির্দেশ সে পেল, তা পালন করে সাধক তার চলার পথ, সঠিক পথ পেয়ে গেল।

এইভাবে অনেক মহানরাই দেবতা হয়েছেন। দেবতা হয়ে তাঁরা দেশের অনেক কাজ নানাভাবে করছেন ও করে চলেছেন। এইভাবে শুধু এক পৃথিবী নয়, অগণিত পৃথিবীতে দেবতারা যাঁর যাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, তারপরে কি হয় জান? যাঁরা দেবতা হন, তোমাদের এখানকার ভাষা ব্যবহার করছি, এই প্রকৃতির থেকেই মেঘের গর্জনের মতন ধ্বনিত হয়। সমস্ত গ্রহে গ্রহে দেবতারা বাস করেন, তাঁদের সবার কাছে ইঙ্গিত পৌঁছিয়ে দিচ্ছে, একটা ইঙ্গিত যাচ্ছে। কারণ কোন দেবতা, কোন মহানেরই মৃত্যুর পরে কোন কাজে কিছু হবে না, কোন কাজ সিদ্ধ হবে না। যা কাজ করতে হবে, দেহ নিয়েই। বিদেহীর কাজ শুদ্ধ হবে না, মনে রাইখো। তাই দেবতারা যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে ঘন্টা ধ্বনির মত ধ্বনিত হয় যে, তোমরা কি জন্ম নেবে? একটা বিরাট post খালি হয়েছে, তোমাদের এখানকার ভাষায় বোঝাচ্ছি। পাঁচ হাজার মহানদের কাছে জানাচ্ছি (প্রকৃতির থেকেই জানানো হচ্ছে), তোমরা যদি জন্ম নিতে চাও, তাহলে ৭ দিনের মধ্যে তোমাদের জন্ম নিতে হবে। আবার পৃথিবীর সাধারণের সাথে মিশতে হবে। সাধারণের গর্ভে আসতে হবে। কোন্ পৃথিবী ঠিক নাই, যে কোন পৃথিবীতে আসতে হতে পারে। এই পাঁচ হাজার মহানকে বিভিন্ন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে; পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে, পাঁচ হাজার দেবতাকে তাদের প্রমোশনের জন্য। একটা বিরাট প্রমোশন সামনে আসছে। তোমরা জন্ম নিয়া সেখানে সেইমতে যদি কাজ করতে পার, তবেই তোমরা প্রমোশন পেয়ে যাবে। এমনি প্রমোশন হবে না। ঐ প্রমোশন পেতে গেলে জন্ম নিতে হবে। পাঁচ হাজার মহানরা, দেবতুল্য মহানরা রাজী হলেন। বুঝতে পেরেছ? Nature থেকে ঐ মেঘের

কোন দেবতা, কোন মহানেরই মৃত্যুর পরে কোন কাজে কিছু হবে না, কোন কাজ সিদ্ধ হবে না। যা কাজ করতে হবে, দেহ নিয়েই। বিদেহীর কাজ শুদ্ধ হবে না, মনে রাইখো।

গর্জনের মত সাতটা আলোর (রামধনুর মত) দাগ পরে। রামধনুর মত সাতটা আলোর দাগ পরলেই বুঝে নেবে, তাঁদের অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহানদের ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তোমরা যদি জন্ম নিতে চাও, তবে ৭ দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং তোমরা অমুক গ্রহে যিনি আছেন, তাঁর কাছে জেনে নাও বাকী নিয়মগুলো। সাতটা আলোর রঙের থেকেই এই ইঙ্গিত দিচ্ছে। অমুক গ্রহে একটা গ্রহ সপ্তগ্রহ, অষ্টগ্রহ, নবগ্রহ, পঞ্চগ্রহ ইত্যাদি নানাগ্রহের মধ্যে অমুক গ্রহে যিনি আছেন, এখন রক্ষক যিনি আছেন, তাঁর কাছে জেনে নাও, জন্ম হবার আগেই জেনে নাও, জন্ম হওয়ার পরে কি করতে হবে। বুঝতে পেরেছ? এই পাঁচ হাজার মহানরা ঐ গ্রহে গিয়ে ঐ মহানের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা জন্ম নিতে চাই। আমরা ঐ post টার জন্য জন্ম নিতে চাই। তিনি বললেন, বেশ। কিন্তু জন্ম নিতে হলে যেই পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে, সেই পরীক্ষার নিয়মগুলো তোমরা জেনে নাও। সেখানে যদি সেভাবে সেগুলি পালন করতে পার, কাজ করতে পার, নিয়ম রক্ষা করতে পার, তবেই সেই post এর অধিকারী হবে। কথা বুঝতে পেরেছ?

কোটি কোটি গ্রহ আছে। বিরাট বিরাট মহান আছেন বিরাট বিরাট পুরুষ আছেন। মাঝে মাঝেই ইঙ্গিত যায়, তোমরা কি জন্ম নিবা? এরকম post আছে। আবার ওখানকার যে বিরাট মহান তাদের থেকেও বড় মহান, তিনি মাঝে মাঝে জানান যে, অত তারিখে যদি তোমরা জন্ম নাও ওখানে গিয়ে (কোন পৃথিবীতে), এই post টা খালি আছে। প্রায়ই কদিন পরে পরেই post খালি ইউনিভার্সের। ইউনিভার্সের চাকরি এটা এককথায়। চাকরিটা ইউনিভার্সের চাকরি। সরকারের চাকরি তো কর। ঐটা ইউনিভার্সের সরকারের চাকরি। সেইসব

৩০ বছর পর্যন্ত তোমাদের উপরে এই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি এই নিয়মগুলো ৩০ বছর পর্যন্ত পালন করতে পার, তাইলে তোমরা ঐ post পাবে। আর পালন যদি না করতে পার, record যদি একটু খারাপ হয়ে যায়, তাইলেই crack হয়ে গেল, তোমরা আগের post এই আবার এসে গেলে। ঐ post টা পেলে না।

আত্মা, জপ-তপ, ধ্যান, দেবদেবতা, কোথায় কে কি করে না করে, সব রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করে ঠিক pillar হিসাবে; প্রকৃতিই যেন pillar হিসাবে, স্তম্ভ হিসাবে এগুলি তৈরী করতাছে। এইবার এইখানে (বিভিন্ন পৃথিবীতে) তো নামিয়ে দিল সব। নামিয়ে দিয়ে বললো যে ৩০ বছর পর্যন্ত তোমাদের উপরে এই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি এই নিয়মগুলো ৩০ বছর পর্যন্ত পালন করতে পার, তাইলে তোমরা ঐ post পাবে। আর পালন যদি না করতে পার, record যদি একটু খারাপ হয়ে যায়, তাইলেই crack হয়ে গেল, তোমরা আগের post এই আবার এসে গেলে। ঐ post টা পেলে না। এমনই নিয়মকানুন যে, ঐ নিয়মকানুনগুলি পালন করতে গিয়ে একেবারে দফারফা, একেবারে শেষ। এতসব কঠিন কঠিন নিয়ম, নানাভাবে ছোটখাট ব্যাপারের ভিতর দিয়া, কখনও রাগ করা যাবে না। কখনও এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় ক্ষমতার ব্যবহার না কইরা উপায় নাই, আবার ক্ষমতার ব্যবহার করলে record খারাপ হইয়া যাবে। এমন সব কথা যে, শুনলেই চটে যেতে হয়। আবার চটলেই record খারাপ হবে। চটতে পারবো না। ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারা যাবে না। ক্ষমতার অপব্যবহার করা চলবে না। এমন সংযত থাকতে হবে যে সমস্ত দিক দিয়ে একেবারে কঠিন আইনের এবং নীরবতার মাধ্যমে চলতে হবে ৩০টি বছর। ঐ সকলেরই একই নিয়ম। সকলেরই একই নিয়ম। এই নিয়মের পাতায় খাতায় জীবনটা চালিয়ে যেতে হবে।

তোমাদের জানার আগ্রহে বলছি, আমার যখন ছোট বয়স, জন্মাবার আগে থেকে যেদিন জন্মালাম এই ধ্বনিটা নিয়া এলাম যে, তুমি যাও। তোমার সময়ে মনে কর, এতজন যাবে। মনে কর, ৩ হাজার জন যাবে। একটা বিরাট post খালি আছে। যদি তোমরা রক্ষা (নিয়ম) করতে পার সেখানে গিয়া, এই post এর অধিকারী হিসাবে তোমরা এখানে আসতে পারবে। আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল। ৩ হাজার লোকের প্রত্যেকের প্রত্যেককে চেনা আছে। তাঁরা বিরাট বিরাট একেকজন। প্রত্যেকে বিরাট

তোমাদের জানার আগ্রহে বলছি, আমার যখন ছোট বয়স, জন্মাবার আগে থেকে যেদিন জন্মালাম এই ধ্বনিটা নিয়া এলাম যে, তুমি যাও। তোমার সময়ে মনে কর, এতজন যাবে। মনে কর, ৩ হাজার জন যাবে। একটা বিরাট post খালি আছে। যদি তোমরা রক্ষা (নিয়ম) করতে পার সেখানে গিয়া, এই post এর অধিকারী হিসাবে তোমরা এখানে আসতে পারবে।

শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী মহান ব্যক্তি। তাঁরা সাধারণ হয়ে কার ঘরে কে আসবে, কোন্ পৃথিবীতে কে জন্ম নেবে, তার কোন ঠিক নাই। ছেড়ে দেয় শুধু, বাস্। যখন তুমি এখানে আসবা, তখন এদের নিয়মের বন্ধনে তোমার থাকতে হবে। তুমি কোন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে না। ক্ষমতা ছাড়বার ক্ষমতা তোমার নাই। ছাড়বার ক্ষমতা আছে, ছাড়লে record ভেঙে গেল, crack হয়ে গেল। যেই একজনে বিপদে পড়লো, তারে বাঁচাতে গিয়ে ক্ষমতার ব্যবহার করলে, record ভেঙে গেল। নিজের সুখসুবিধার জন্য ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারবে না। নিজের সবদিক বিবেচনা করে, নিজের যশমান প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার ব্যবহার করা অপরাধ। কারও দুঃখে কষ্টে, ব্যথায় বেদনায়, অনুরোধে ক্ষমতা ব্যবহার করা অপরাধ। সুতরাং একেকটা সময় এমনভাবে ধাক্কা খেতে হয়, তখন ক্ষমতা ব্যবহার না করে আর উপায় নাই। কিন্তু সেই সময় একেবারে দলা মোচরা হইয়া চরম অবস্থায় চুপ কইরা খেঁচি মাইরা থাকতে হবে। এতটুকুনু ক্ষমতাকে তোমার ব্যবহার করা চলবে না। সেই কথাই বললাম, বলতে চাইছিলাম এক কথা, হয়ে গেল আরেক কথা। সেই কথাই বলছি, এতবছর এতকাল ধরে যেই পরিশ্রম করে, নানারকম নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, আঘাত প্রত্যাঘাতের ভিতর দিয়ে যেই নিয়ম, যেই আদর্শকে আমি অনুসরণ করে চলেছি, আমার আদর্শের লাইন থেকে এতটুকুনু চ্যুত না হয়ে সেই পথের পথিক হয়ে আমি শেষ অবধি ৩০টি বছর একই নিয়মে একই ধারায় সেই রেকর্ডগুলো সুন্দরভাবে রক্ষা করে এসেছি। সেই তাদের বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী আমার দিক থেকে সেইভাবেই চলা হয়েছে। তারপর কিছুদিন পরে খবর দিল, তোমার রেকর্ড ঠিক আছে। তোমার রেকর্ড ভাল। সাথে যেগুলি আসছে, সবগুলি কলার বাকলায় আছাড় খাইয়া

পড়ছে। সব বাকলায় আছাড় খাইছে। সব নিয়ম লঙ্ঘন করছে। maintain করতে পারে নাই, manage করতে পারে নাই। সব আছাড় খাইছে।

Post যে পাওয়া যায়, সেই Post এখান থেকেই পেতে হবে, এই পৃথিবীর থেকেই পেতে হবে। এখান থেকে নিয়ে তারপর যেতে হবে। সেই post-এর সাথে কয়েক লক্ষ সন্তান তাঁর সাথের সাথী হতে পারবে। তাঁর ইচ্ছামতন এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী যেমন মন্ত্রী পরিষদ বসায়, সেইরকম বহু লক্ষ লক্ষ কোটি সন্তান নিয়ে যেতে পারে তাঁর আন্তরিক ভালবাসা এবং স্নেহের মাধ্যমে। কিন্তু এতটুকু যদি তোমরা এখানে অন্যায় কর, ত্রুটি কর, নিজেরা চিন্তা করে দেখ, অর্থ প্রলোভনে, যশো প্রলোভনে, কৌশলে নানাভাবে যদি নিজেকে এভাবে সর্বনাশ কর, তাইলে ডুবে যাবে। রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে। একমাত্র তোমাদের ধ্যানধারণার কামে (কাজে) নিয়ে যাওয়া নয়। শুধু আন্তরিকতা আর ভালবাসায় নিয়ে যাওয়া। এটুকুনু যদি রাখতে পার, এইটুকুনু যদি রাখতে পার চেষ্টা করে, আমার মনে হয়, তবেই যথেষ্ট। তার চাইতে বেশী কিছু প্রয়োজন হয় না।

Post যে পাওয়া যায়, সেই Post এখান থেকেই পেতে হবে, এই পৃথিবীর থেকেই পেতে হবে। এখান থেকে নিয়ে তারপর যেতে হবে। সেই post এর সাথে কয়েক লক্ষ সন্তান তাঁর সাথের সাথী হতে পারবে। তাঁর ইচ্ছামতন এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী যেমন মন্ত্রী পরিষদ বসায়, সেইরকম বহু লক্ষ লক্ষ কোটি সন্তান নিয়ে যেতে পারে তাঁর আন্তরিক ভালবাসা এবং স্নেহের মাধ্যমে।

তাই আমার আসা (এই পৃথিবীতে) সার্থক, পরিশ্রম সার্থক। শিশুবয়স থেকে যেভাবে যে পথ দিয়ে আমি এগিয়ে এসেছি, তা সার্থক হয়েছে আমার রেকর্ডকে ভাল করায়। আমার রেকর্ড আমি ভাল করেছি। এরপরে এখনও অনেককে রক্ষা করার চেষ্টা করি। অনেক রকম সন্দেহ, ব্যথা বেদনা, আঘাত, ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। তোমাদের সাথে বলতে চাই কয়েকটি কথা।

তাই আমার আসা (এই পৃথিবীতে) সার্থক, পরিশ্রম সার্থক। শিশুবয়স থেকে যেভাবে যে পথ দিয়ে আমি এগিয়ে এসেছি, তা সার্থক হয়েছে আমার রেকর্ডকে ভাল করায়।

তোমরা যদি কাজ করতে চাও, তোমরা যদি নিষ্পাপ হতে চাও, নিষ্কলঙ্ক হতে চাও, পাপের থেকে রক্ষা পেতে চাও, অপরাধ থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে একমাত্র আমার সুরের সাথে সুর মিলিয়ে থাক। আমার অন্তরের স্পর্শের সাথে স্পর্শ মিলাও, আর নির্দেশের ধারাপাতা ধরে ধরে তোমরা সেই নির্দেশ মত চল। এটাই আগে অঙ্গীকার কর। তোমরা যা কর তাই কর, এই নির্দেশমত তোমরা চলবে। অল্পতে রাগ করবে না, অল্পতে মেজাজ করবে না, অল্পতে এদিক ওদিক বসে বসে ধারণার দ্বন্দ্বে টলবে না বা ধারণায় চলবে না। অযথা সন্দেহ করবে না। বহু সন্দেহের অবস্থা আসবে। নানারকম অবস্থার সম্মুখীন হবে। অযথা না জেনে মনকে বিচলিত করবে না। বুঝতে পেরেছ? এই তোমাদের কাছে সকালে যেকথা বলতে চেয়েছিলাম সবটা বলতে পারলাম না। আরেকদিন ক্লাস করবো, সেদিন আবার খোলাখুলি কিছু বলবো।

তোমরা যদি কাজ করতে চাও, তোমরা যদি নিষ্পাপ হতে চাও, নিষ্কলঙ্ক হতে চাও, পাপের থেকে রক্ষা পেতে চাও, অপরাধ থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে একমাত্র আমার সুরের সাথে সুর মিলিয়ে থাক। আমার অন্তরের স্পর্শের সাথে স্পর্শ মিলাও, আর নির্দেশের ধারাপাতা ধরে ধরে তোমরা সেই নির্দেশ মত চল। এটাই আগে অঙ্গীকার কর।

আজকে শুধু বলতে চাই, আমি তোমাদের offer দিয়েছিলাম, শিবের সাথে তোমাদের কথাবার্তা বলিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। অনেকে চাইল না। আগে দেখ, ঠাকুর (বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) শিবের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারেন কিনা। এটাও তো মানুষ একবার দেখে। আমি তিনমাস সময় দেব। তোমার সাথে কথা থাকবে। আমি মন্দিরে গিয়ে শিবকে বলবো, তিনমাস পরে ওর (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির) সঙ্গে তুমি (শিব) কথা বলবে। আমি জানিয়ে দিয়ে গেলাম। সুতরাং তিনমাস পরে তোমরা শিবের কাছে গিয়ে যার যার মনের কথা, প্রাণের কথা জানিয়ে আসলা। কত ভাল হতো।

আমি মন্দিরে গিয়ে শিবকে বলবো, তিনমাস পরে ওর (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির) সঙ্গে তুমি (শিব) কথা বলবে। আমি জানিয়ে দিয়ে গেলাম।

আমি অনেকটা হাল্কা হয়ে যেতে পারতাম। যাক্, আমাকে ভালওবাসবা, আবার আমাকে অশান্তিও দেবে, এটা যদি বন্ধ না কর, তাহলে কি করে চলবে?

তোমরা, কাজ করবা। যে কাজ দেব, যে নির্দেশ দেব, সেই নির্দেশমতো চলবা। যা বলবো, সেইমতে কাজ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে নিজেদের প্রেম, ভালবাসা অন্তরে রেখে চলবে। তাহলেই হবে। তাইলেই আমি নিতে পারবো। তোমরা বেশী করে জপ তপ কর, আমি তো তা বলছি না। শুধু আদেশমত কাজ কর। যাকে আমি যে কথাটি বলবো, সেই কথাটার মধ্যে আর প্রতিবাদ করতে যেও না।

যদি বল, -- 'হ', তা না। 'হ্যাঁ, হ্যানা, ত্যানা, এইরকম কোন কথা ঐটা ঐ করেনি বলবে না। যেটা বলবো, সেটা অকাট্য। এই - না, না ঐটা ঔ করেছে, বাস্। ঐটা ঐ করেনি-না এটা এই করেছে, বাস্। তুমি ভুল করেছ, বাস্। তা না করে যদি আমাকে বল, -- হ্যাঁ, তুমি ওকে সমর্থন করলে? তুমি ওকে কিছু বললে না। ওর উপরে রাগ করলে না? 'ও' আমাকে গালি দিয়ে গেল।

আমি কি করলাম, না করলাম সেই বিচার তোমার করতে হবে? আমি কেন গালি দিলাম না, কেন রাগ করলাম না; কোন বিচার তোমাদের করতে হবে না। তোমাকে যা বলেছি, তুমি তাই করবে। ওকে যা বলার আমি বলে দিচ্ছি। তারপরেও যদি দোষারোপ করতে শুরু কর, তাইলেই তো ফ্যাসাদে পড়বে। ফ্যাসাদগুলি তোমরা নিজেরাই তো কুড়াচ্ছ। ফ্যাসাদ আর কুড়াবে না। রাগ বন্ধ করতে হবে। মেজাজ ছেড়ে দিতে হবে। তোমরা সম্পূর্ণ গভীর সুরে ডুবে থাক আর গুরুর আজ্ঞা বহন কর।

অপূরণের পূরণ করছে বিরাট বিরাট ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দল। ঐ

ব্যক্তিরা তৈরী না হলে খালিস্থানকে পূর্ণ করবে কি করে? Nature জানিয়েই দেয়, এত দরকার, এত দরকার। তোমরা তৈরী হও, তোমরা জন্ম নাও। জন্ম নিয়ে কাজ করে তৈরী হয়ে এস, এগিয়ে এস। এইটা হল তোমাদের ঘরোয়ানা ব্যাপার।

যতক্ষণ পর্যন্ত না জন্ম মৃত্যুর আবর্তনের বাইরে গেছ, ততক্ষণ পর্যন্ত ধাক্কা খাইয়া খাইয়া তোমাদের আসতেই হবে। এর আর কোনরকম কোন বারণ নাই। কোনরকম কোন অন্যথা নাই। আসতে হবেই। জন্মের এমন একটা সুর যে, মরে গেলে তারপরে তুমি বলতে পারবে কোথায় কি আছে। কার সাথে কি আত্মীয়তা আছে, কি বৃত্তান্ত সব বলতে পারবে। তুমি সব জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। আবার জন্মের ছকে আসতে হবে। অপরাধের ভান্ডার তো সব। বোঝাই করে ফেলেছ।

জন্মের এমন একটা সুর যে, মরে গেলে তারপরে তুমি বলতে পারবে কোথায় কি আছে। কার সাথে কি আত্মীয়তা আছে, কি বৃত্তান্ত সব বলতে পারবে। তুমি সব জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। আবার জন্মের ছকে আসতে হবে। অপরাধের ভান্ডার তো সব। বোঝা করে ফেলেছ।

এই post-টা এমনই একটা post সর্বত্র সর্বজায়গায় সর্বাবস্থায় আধিপত্য করার, বিরাজ করার অধিকার তাঁর থাকবে। বুঝতে পেরেছ? যে কোন জায়গায় তিনি আধিপত্য করতে পারবেন। এই post এর সীমাটার মেয়াদ যে কতদূর ....., যতদূরে যত জায়গা আছে, সেখানে গিয়েও সর্বত্র সর্ব্বোচ্চ শিখরে আধিপত্য করার অধিকার তাঁর থাকবে। তিনি যা খুশী তাই করতে পারবেন। তাঁর দরজা সর্বত্র খোলা। এই postটা হল তাই।

যে বিষয়ে আমি কথা বলবো, তারমধ্যে নাক গলাবে না। 'না' যখন বলবো, সেটা করতে পারবে না। যদি বলি ওর দিকে তাকাবে না, মরে গেলেও ঠুকলি দিয়ে চলে আসতে হবে। 'না' - না-ই। যদি ফুচ্‌কি দিয়ে তাকাতে যাও আমাকে আড়াল করে, আমাকে সমূহ ফাঁকি দিতে

এই পাত্রে বিষ বললে সেটা খাবে? যদি বলে, এই পাত্রের দুধ বিড়ালে খাইয়া গেছে, কুত্তায় খাইয়া গেছে, সেই পাত্রে দুধ খাবি তুই? ইচ্ছা করবে খাইতে? দেখ, এই যে ভাল দুধ দেখতাছ, এইটা কুত্তায় কিন্তু চাইটা গেছে। তুই গিয়া যদি বাকী দুধটা খাইয়া ফেলাস, তবে মর শালা।

পার, ঠকে যাবে। যদি বলি যে, 'না, তাকানো নিষেধ।' ব্যাস বন্ধ। ঐটাই basis, ঐ আদেশে যে নিয়মে রক্ষা করতে হয়েছে, সেই নিয়মগুলো পরে বলবো একদিন তোমাদের। যেটা নিষেধ করে বলবো, সেটা করবে না, বাস্। এক্কেবারে না। ভিতরেও না, বাইরেও না। ফুচ্‌কি দেওয়া থাকবে না। totally stopped. তাইলেই বুঝবো যে, হ্যাঁ। আইন মানছে, আইন শিখতাছে। একটা দিয়ে পাঁচটা কেটে যায়। আর সেখানে যদি আমাকে বাঁচিয়ে কায়দা কানুন করতে শুরু করে, এইটা না সেইটা; সেইটা না ঐটা, তাইলেই হবে মুস্কিল। যেই হোক, একটা যদি বলে দিই, এই লোকটার মধ্যে poison আছে, একে touch করো না, তাহলে মরবে। তাহলে touch করতে যাবে কেন? বুঝতে পেরেছ? এই লোকটার মধ্যে বিষক্রিয়া, বিষে ভরা। এই লোকটার দিকে তাকাবে না, মিশবে না, চিন্তা করবে না। ঐ লোকটা বিষে ভরা, poison, দানবে ভরা। তারপরেও যদি তার লগে মিতালী করতে যাও, সেখানে কেমন হবে বল? উচিত হবে? খুশী হবে? তবে? যাবেই বা কেন? এই পাত্রে বিষ বললে, সেটা খাবে? যদি বলে, এই পাত্রের দুধ বিড়ালে খাইয়া গেছে, কুত্তায় খাইয়া গেছে, সেই পাত্রের দুধ খাবি তুই? ইচ্ছা করবে খাইতে? দেখ, এই যে ভাল দুধ দেখতাছ, এইটা কুত্তায় কিন্তু চাইটা গেছে। তুই গিয়া যদি বাকী দুধটা খাইয়া ফেলাস, তবে মর শালা। এক কথা, অন্য কোন কথার দরকার নাই। যেটা যেটা আমি নিষেধ কইরা দেব, সেটা করতে পারবা না। ধ্যান করবা না, জপ করবা না বেশী, অন্য কোন কিছু করবা না। সাধারণ নিষেধ আজ্ঞাটা যদি ঠিকমত পালন না কর, তাইলে কেমনে চলবো? তারমধ্যে যদি ডিগ্‌বাজী দিতে শুরু কর। বেশীরভাগ ডিগ্‌বাজী দিয়া গেলা, গিয়া আবার ফিরা আইলা। আবার গেলা, ডিগ্‌বাজী খাইলা, তাইলে কেম্‌নে হইব? ঐ সীতার কপালে যেমন হইছিল, তেমন হইব। রাবণ দানবের বাড়ীতে গিয়া বাস করতে হবে। সীতার কপালে গিয়া দানবের বাড়ীতে বাস করতে হবে।

ঐ বেড়া যা দিয়া দেব আমি, রেখা (গন্ডী) যা দিয়া দেব, ঐ বেড়ার বাইরে কেউ যাইতে পারবা না, পরিষ্কার কথা। সেইটা পালন করতেই হবে। সেই আদেশ রক্ষা করতেই হবে। তার বাইরে মইরা গেলেও যাইবা না। তার চেয়ে কি কামটা বড় হইল? ক্রোধটা বড় হইল? ক্ষুধাটা বড় হইল? ছ্যাঁচাটা যে বড় আইতাছে, সেটা দেখবো কেডা? একদিনে একটু কাম খাইয়া, কামের গন্ধ খাইয়া ছ্যাঁচাটা খাইবা একেবারে হাজার বছরের। কামের চরম দিয়া একেবারে কাটবো সব। আসতে পারে। ঐ গেলাম। ভিতরে জাগলো। একটু ভাব হইল, একটু উচ্ছ্বাস হইল। ভিতরে একটুখানি feelings হয়। এগুলি আসে। পেঁয়াজের গন্ধ যারা ভালবাসে, রাস্তায় পেঁয়াজের গন্ধ পাইলে খাইতে ইচ্ছা করে। মুরগীর মাংস খাইতে ভালবাসে যারা, তাদেরও একই অবস্থা। আমি জাহাজে গেছি, আমার সঙ্গে আছে দুইটা। আমারে বলে, 'মুরগীর মাংসের গন্ধ বাইরাইছে। খাইতে ইচ্ছা করে।' আমি বলি, 'খা ব্যাটা। খা গিয়া।' খাইতে পাঠাইয়া দিছি। এরকম মেয়েরা একটা ভাল ছেলে দেখলো, ছেলেরা একটা ভাল মেয়ে দেখলো, ভাল লাগলো। এরকম আসে যায়। ভিতরে ভিতরে আদান প্রদান হয়। এইগুলি আসে মাঝে মাঝে, বয়সে আসে। আসে যদি এইটাই খালি আসে, তারপরে আটকাইবটা কি? খালি এইটা নিয়াই যদি এখন ব্যস্ত থাকে, তাইলে আর থাকবোটা কি? তাই বলছি, যা কিছুই আসুক, না আসুক, সবচেয়ে আগে আদেশ পালন।

ঐ বেড়া যা দিয়া দেব আমি, রেখা (গন্ডী) যা দিয়া দেব, ঐ বেড়ার বাইরে কেউ যাইতে পারব না, পরিষ্কার কথা। সেইটা পালন করতেই হবে। সেই আদেশ রক্ষা করতেই হবে। তার বাইরে মইরা গেলেও যাইবা না।

এইটাই তোমরা আগে ঠিক কর। আমি যে আদেশটা করবো, খাতায় লিখা নিবা, এই এই আদেশ, এই এই আদেশ। সেই আদেশ তোমরা পালন করতে পারবে কিনা, আগে আমার কাছে অঙ্গীকার কর। তারপর তোমাগো গাড়ী বাইন্ধা, পিঠে বাইন্ধা লইয়া যামু ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ কইরা। তা না হইলে ঐ ইষ্টিশানের মালগুদামগুলি পইরা থাকে, আমি

এইটাই তোমরা আগে ঠিক কর। আমি যে আদেশটা করবো, খাতায় লিখা নিবা, এই এই আদেশ, এই এই আদেশ। সেই আদেশ তোমরা পালন করতে পারবে কিনা, আগে আমার কাছে অঙ্গীকার কর। তারপর তোমাগো গাড়ী বাইন্ধা, পিঠে বাইন্ধা লইয়া যামু ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ কইরা।

দশবছর পরে আইয়াও (এসেও) দেখি, ঐটার মধ্যে কুলিরা রান্না কইরা খায়। একটা গাড়ী, ঐটার মধ্যে কুলিরা থাকে। ঐটা যায় না। লাইনের কোণায় পইরা রইছে। দশবছর পরেও একই জায়গায় পইরা থাকে। ঐরকম যদি পইরা থাক, থাকবা। আর যদি ঝরঝরাইয়া যেতে চাও, তবে যে অঙ্গীকার দেব, না দেওয়া পর্যন্ত তো কিছু না। কখন দেব তারও ঠিক নাই। যতক্ষণ না দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত তো লাফাইয়া লাফাইয়াই চলতাছ। ব্যাঙগুলি লাফায় না? বেশীরভাগ লাফায় আর গাড়ীর তলায় পইরা মরে। লাফাইয়া আবার তাকায়, তারপর চ্যাপ্টা হইয়া যায় গিয়া। লাফাইয়া তো যায়ই। কত কায়দা লাফানোর। ভদ্রবেশী কায়দা। যাইহোক্, সেইজন্যই কইছিলাম, কিছু শিবের কাছে, কিছু এর কাছে, তার কাছে ত'গো (তোমাদের) দিয়া, কিছু হাল্কা করতে চাইছিলাম।

এইমতে সেই কাজ পালন করতে তোমরা সক্ষম হবে তো?

-- হ্যাঁ, হবো।

-- হবে?

-- হ্যাঁ, আপ্রাণ চেষ্টা করবো। তুমি আশীর্বাদ করলেই পারবো।

-- তোমরা? ভাল করে বল?

-- হ্যাঁ, করবো।

আদেশগুলি অমান্য করার ইচ্ছা না হইলেও চলে। নিয়মগুলি কি? সাধারণ নিয়ম। যেমন ধর তোমার বাড়ীতে ভাল লুচি করার জন্য, রান্নার জন্য চারটা ঠাকুর আছে। তারমধ্যে দুইটা ঠাকুর রাখা হইছে, বাইরের যা জিনিস তোমাদের খাইতে ইচ্ছা হয়, যেমন পেঁয়াজের বড়া, কচুরী থিকা

আরম্ভ কইরা আলুকাবলী, এসব তৈরী করে দেবার জন্য। সব তোমরা খাইতে পারবা। যেটা খাবার ইচ্ছা বললেই বাড়ীতে রান্নার ঠাকুর তৈরী করে দেবে। কিন্তু তোমাদের উপরে নির্দেশ রইল, তোমরা বাইরের পেঁয়াজের বড়া, ফুচ্‌কা, কচুরী, আলু সিদ্ধ, আলুকাবলী খাবে না। কথার কথা বললাম। আমার কাছে 'না' বললো। তোমাদের জন্য লোক রেখে দিয়েছি। যদি খেতে হয়, বানিয়ে খাবে। তখন আমার কাছে অঙ্গীকার করলো। হঠাৎ 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে' চার পাঁচজন গেছে। ঐখানে ফুচকাওয়ালা কে দেইখা খাওনের সখ হইল।

-- না, খাবো নারে, খাব না।

-- আরে খেয়ে নেরে, কিছু হবে না। ঠাকুররে গিয়ে বলবো, আমরা খাইয়া আইছি। ঐখানে গিয়া ঐ গামছা মোছা ফুচ্‌কা ১০/১৫টা খাইয়া ফেলাইছে। বুঝলা কথাটা? তখনই আমার কাছে message (nature থেকে)আইসা পড়লো, ফুচ্‌কা খাইতেছে। বাড়ীতে আইলে বললাম। 'তরা কি খাইয়া আইছস্?'

-- ফুচ্‌কা।

Record টা খারাপ হইয়া গেল। আর কিছু আমি বললাম না। নিষেধ করা আছে। লোক রাখা আছে। খাওয়ার permission দেওয়া আছে। তৈরী করে খাও। তবু গিয়ে যখন খেয়ে আসলো, record এর মধ্যে black -spot পড়ে গেল। ঐ ক্ষমা আর পাবে না। খুব কঠিন নিয়ম, বল? যে আদেশটা করলাম, খুব কঠিন আদেশ? এই আদেশটা তোমরা পালন করতে পারবে না? তোমাদের তো আমি বলি নাই, দুই হাত নীচে দিয়া পা উপরে দিয়া হাঁটো। সেই আদেশ তো করি নাই আমি।

একজনে গালিগালাজ দিচ্ছে, রাগারাগি করছে, পাঁচ কথা বলছে। তোমাকে বলছি, তুমি চুপ কইরা থাইকো। মারও যদি দেয় তোমায় তুমি চুপ করে থাক।

অসহ্য হবে, যন্ত্রণায় ছটফট করবে, খুন চাপবে, তোমাকে বলছি, তোমার উপর যতরকম আঘাতই আসুক তোমাকে বললাম, তুমি চুপ করে থাকবে। এইটা তোমার উপরে নির্দেশ। কথাটা বুঝতে পারছো?

অসহ্য হবে, যন্ত্রণায় ছটফট করবে, খুন চাপবে, তোমাকে বলছি, তোমার উপর যতরকম আঘাতই আসুক তোমাকে বললাম, তুমি চুপ করে থাকবে। এইটা তোমার উপরে নির্দেশ। কথাটা বুঝতে পারছো?

তুমি বলতে পারো, সহ্য করা যায় না। রাগ বাইরাইয়া যায়। তোমার রাগ বাইরাইয়া (বেরিয়ে) যাওয়াতে কারও কোন কাজে লাগলো? ওদের কোন উপকার বা অপকারে লাগলো? তাতে তুমি কোন benefited হইলা? রাগটা যখন ছাড়লা, রাগ কইরা যখন বইসা রইলা, রাগ কইরা যখন কাম (কাজ) করলা না, যাদের উপর রাগ করলা, তাদের কিছু হইল কি না। তারা তো তাকায়ও না। তারা তো ঠিকই আছে, 'দোষও করবো, আবার রাগও করবো।' অগো (ওদের) যদি কোন উপকার হইত তোমার রাগে, তাইলে তুমি রাগ করলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কোন উপকারই না, কিচ্ছু না। যাগো লগে রাগ করলা, তাদের কোন কাজেই লাগলো না।

-- হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা গেছে। দেখা গেছে। তোমরা বেশী বাড়াবাড়ি করছো। তোমরা বেশী পেয়ে গেছো। বেশী আস্পর্দ্ধা পেয়ে গেছ, শুনিয়ে দিলে। তাতে ওদের গায়েও ছাল বাকলা উঠলো না, কিছুই হইল না। কিন্তু আদেশটা অমান্য হয়ে গেল। তারচেয়ে দুটো মাইর (মার) খাওয়াও ভাল। আমি জপের জন্য তোমাকে বসাইয়া রাখি নাই রৌদ্রের মধ্যে, জপের জন্য জলের মধ্যে রাখি নাই, জপের জন্য চিলা কোঠায় রাখি নাই, না খাওয়াইয়া রাখি নাই। তারজন্য এইটুকুনু অঙ্গীকার তুমি আমার কাছে রাখতে পারলে না? তুমি যদি আমাকে অঙ্গীকার করতে বলতে, আমি করতাম না? আমার গুরু (পাঠশালা ও স্কুলের শিক্ষক) যদি আমাকে আদেশ করতেন, আমি পালন করতাম না?

আমি যে রেকর্ডটা পালন করেছি, আমার গায়ে থু থু ছিটাইছে। জেলখানায় আমাকে চোর, চোট্টা, লুচ্চা, বদমাস কি না বলছে। আমার সামনে বলছে, ক্ষমতা আছে? কি আছে, জানা গেছে, তা বোঝা গেছে। যা খুশী তাই অত্যাচার করছে। পুলিশের থাপ্পর খাইছি। কই, আমি চট্‌ছি? আমি চটলেই আমি জানি আমার রেকর্ডটা খারাপ হয়ে যাবে। ওর জন্য ওর উপর চইটা আমার রেকর্ড খারাপ করতে যাব কেন? আবার সেই লোকগুলো এসে এখন পায়ে পড়েছে। আমাকে কম বলেছে? আমার চক্ষের সামনে? আমার সন্তানেরা ধরেছে, 'বাবা তুমি, তুমি অগো একটু খেলা দেখাইয়া দাও। দেখাইয়া দাও বাবা।' তোমাদের কথা শুইনা আমি রেকর্ড খারাপ করবো? তোমরাই একদিন বলবা, আমাদের কথা শুইনা তুমি কাজ করলা কেন? বৃহৎ স্বার্থে তোমরা আমার কাছে থাক বা না থাক, আস বা না আস, আমার লাইন থেকে আমি সরে দাঁড়াব না। তাতে আমাকে যে যা খুশী বলে বলুক। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করে আসছি। ১৯৫০ সন থিকা আরম্ভ করে কত বছর ধরে আইনের ঘরে কত সহ্য ধৈর্য ধরে চলেছি। একদিনের জন্য আমি ক্ষেপে উঠে কাউকে কিছু করিনি। আমি কি তাকে smash করতে পারতাম না? আমি শেষ করতে পারতাম না? ওদের মাইরা একটা মাছি মাইরা, মশা মাইরা আমি spotted হবো? এদের দাম কি আছে? মানুষের আকৃতি, এগুলি সব তো মাছি, মশা, কুত্তা, বিড়ালের চেয়েও অধম। এদের সঙ্গে যুদ্ধ কইরা আমি ফকির হবো? পাগল তুমি? পেয়েছ কি? কেন তুমি বকা খাও?

বৃহৎ স্বার্থে তোমরা আমার কাছে থাক বা না থাক, আস বা না আস, আমার লাইন থেকে আমি সরে দাঁড়াব না। তাতে আমাকে যে যা খুশী বলে বলুক।

-- এ্যাঁ, আপনি বোঝেন না? আপনার কি চোখ কানা হইয়া গেছে? আপনি বোঝেন না? বয়স দেইখা বোঝেন না?

-- ভাই, ভুল হইয়া গেছে। ভালই করছো, বুঝাইয়া দিছ। আমি আবার ভাল কইরা বুইঝা নেব। কইয়া দিলেই হইয়া গেল।

চৈত্রমাসের মধ্যে আমি মামার বাড়ীতে আইছি। আমারে দিয়া মসল্লা আনাইত। দেড় মাইল, দুই মাইল দূরে বাজার। আইছি মাত্র আবার একটা আনতে দিছে। দৌড়াইয়া গেছি। ঠা ঠা পড়া রৌদ্র। আবার নিয়া আইছি। আমি আমার রেকর্ড খারাপ করতে রাজী না। তাই তোমাদের বলছি, যেটা নিষেধ কইরা দেব, বেরোবে না ঘর (গন্ডী) থেকে বেরোবে না। একটু চমক দেইখা লাভ কি আছে, কি স্বার্থ আছে? একটু চমক দেইখা কি লাভ আছে?

চৈত্রমাসের মধ্যে আমি মামার বাড়ীতে আইছি। আমারে দিয়া মসল্লা আনাইত। দেড় মাইল, দুই মাইল দূরে বাজার। আইছি মাত্র আবার একটা আনতে দিছে। দৌড়াইয়া গেছি। ঠা ঠা পড়া রৌদ্র। আবার নিয়া আইছি।

আমি যদি বলতাম, অর গোদের থিকা রস পড়তাছে, চাট গিয়া একটুখানি। চাইটা একটু হাল্‌কা কইরা দাও। তাইলে গিয়া বুঝতাম। এরাম এইটা কেমনে করি? এরকম নির্দেশ তো করি নাই। আবার যদি বলি, ভিতরে গোদ আছে, তার দিকে তাকাইও না। সেইটায় গিয়া ফুকি দিয়া (চুপি দিয়ে) তাকাইবা। করে কি না বল? সেইটা কেমনে হবে? আমি যদি কড়া নির্দেশ দিই, অর এই গোদ সাইরা (সেরে) যাবে, তুমি এই বেলা চাট, 'ক' ঐ বেলা চাটুক আর 'খ' তার পরের দিন সকালবেলা চাটবো। আছে তো, গোদ চাইটা বাইর করে, ফোঁড়া চাইটা বাইর করে। কৈকেয়ী না কে আছিল না? দশরথ রাজার ফোঁড়া চাইটা পুঁজ বাইর কইরা দিছিল না? তোমাগো আইন যদি কইরা দেই, কি করবা? সেরকম আইন তো দেই না। সেরকম কুচ্ছিত আইন তো দেই নাই, যেটা পারবে না, ঘিন্না লাগবে। সাধারণ কথার ভিতর দিয়া তোমাদের আমি আইন place করছি।

তোমরা সাধারণ ব্যাপার নিয়া ঝগড়া করবা না। কিছুই না -- তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার নিয়া ঝগড়া লাইগা গেল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে কথা বলবে, 'রাম নারায়ণ রাম' বলে।

-- কি করতে হবে বল, আমি করে দিচ্ছি। তাতে যদি ঝাঁঝি মেরে বলে, তগো চোখ নাই? তোমাগো চোখ নাই? দেইখা করতে পার না? কইলো একখান খোঁচা মাইরা।

তুমি উত্তরে বলবে, হ্যাঁ দেখেশুনেই করবো, ভালই বলেছেন। করছি, করছি, করছি।

তুমি যদি বলতে যাও, 'আপনাকে আমি ভালভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি এইভাবে উত্তর দিলেন? মায়ের মতন বয়স? আমি আশা করতে পারি নাই, লাগবে খটাখটি। উত্তরে উত্তর বাড়বে, কথায় কথা বাড়বে, তর্কে তর্ক বাড়বে। তোমার রেকর্ডটা খারাপ কইরা লাভটা কি? কোন্ প্রয়োজন? সুতরাং সেক্ষেত্রে চুপ করে যেতে হবে। যেই রেকর্ডটা তোমাগো বলে দেব, যেভাবে বলবো, এইভাবে চলবে -- ব্যাস্।

উত্তরে উত্তর বাড়বে, কথায় কথা বাড়বে, তর্কে তর্ক বাড়বে। তোমার রেকর্ডটা খারাপ কইরা লাভটা কি? কোন্ প্রয়োজন? সুতরাং সেক্ষেত্রে চুপ করে যেতে হবে।

এইভাবে চলবে -- ব্যাস্।

এইখানে হাঁইটা যাইবা -- ব্যাস্।

মর মর (মৃত্যু হইলেও) তুমি সেইভাবে চলবা, আর কোন কথা নাই। এর দিকে তাকাইবা না, তাকাইবাই না।

সে যত হাসিমুখে আসুক। কি করে দেখি তো, আমার দিকে তাকায় কি না। এটা হল খারাপ। এই ব্যাধি বড় খারাপ। ব্যাধি বড় সাংঘাতিক জিনিস। এই জিনিসটা আগে তোমরা বন্ধ কর। আমার যেন সাবধান হইতে না হয়। আমার যেন তাকাইতে না হয়। আমার যেন দেখতে না হয়, তোমরা করতেছ কি না। আমার যেন তোমাদের কথার উপরে নির্ভর করতে হয়।

আমার যেন তোমাদের কথার উপরে নির্ভর করতে হয়। তোমরা যা বলবে, সেটাই যেন আমার বিশ্বাস করতে হয়। এইরকম কথা আগে আমার সঙ্গে স্থির কর অঙ্গীকার কর। আর আমি যেটা বলবো, সেখানে একথা বলতে যেও না, 'না না, ওতো একথা বলে নাই। তুমি ওর পক্ষ হইয়া কথা বলছো।'

তোমরা যা বলবে, সেটাই যেন আমার বিশ্বাস করতে হয়। এইরকম কথা আগে আমার সঙ্গে স্থির কর অঙ্গীকার কর। আর আমি যেটা বলবো, সেখানে একথা বলতে যেও না, 'না না, ওতো একথা বলে নাই। তুমি ওর পক্ষ হইয়া কথা বলছো।'

এইরকম কথা আমার সঙ্গে বলবে না। আমি যেটা বলবো, সেটাই বেদবাক্য। সেই বাক্যকেই বিরাট করে নেবে।

'ক' অরা (ওরা) এইখানে বসছে, বুঝছো? হাঁউ মাউ কাঁউ এখানে ঝগড়া লাগছে। আমারে কইতাছে, 'তুমি থামাইয়া দিলা না কেন, তুমি থামিয়ে দিতে পারতে।'

এইরকম কথা আমার সঙ্গে বলবে না। আমি যেটা বলবো, সেটাই বেদবাক্য। সেই বাক্যকেই বিরাট করে নেবে।

-- আমি থামাইতে যাব কেন? আমার বড় সবাই। আমার কথা তারা শুনবে কেন?

-- তুমি থামালে না? তুমিই পারতে থামাতে।

-- আমি এখানে ছিলামই না, আমি বলেছি। আমি নারায়ণগঞ্জে ছিলাম। ৩০ মাইল দূর নারায়ণগঞ্জ।

-- নারায়ণগঞ্জ? তুমি তো এখানে?

-- না, আমি নারায়ণগঞ্জে।

সেই তারা খুঁইজ্যা দেখলো যে, আমি তখন নারায়ণগঞ্জে। তুমি আমারে এখানে দেখতাছ। আমি এখানে তোমাদের ঝগড়া, গালিগালাজ

শুনতাছি। আমি যদি বলি, আমি এলাহাবাদে অমুক বাড়ীতে ছিলাম, খুঁইজা দেখবা যে, আমি এলাহাবাদে অমুক বাড়ীতে বসা। কোন্‌টা ঠিক? সুতরাং কোনসময় এই নিয়া কখনও তর্ক বিতর্ক করবা না।

যেটা বলে যাই, সেটা শুনে যাবে। পাইজামি বুদ্ধি (পাজির বুদ্ধি) রাখবে না। দ্বন্দ্ব বুদ্ধি আমার কাছে রাখবে না। দ্বন্দ্ব আমি জানি, পাইজামি বুদ্ধি আমার জানা আছে। শয়তানি কইরা আমার লগে পারবা না। শয়তানি বুদ্ধিও জানা আছে। কৌশল জানা আছে। আবার সহজ সরলভাবও জানা আছে। অতি সরলভাব জানা আছে। যেভাবে যে আদেশ করবো, সেই আদেশমত কাজ করবে। সেই আদেশ পালন করবে। আদেশ যে করবো, তারও ঠিক নাই। কপালে আদেশ নাও পরতে পারে। তবেই তো টিকে গেলা গিয়া। আদেশ পরে নাই। আমি ঠিক আছি। আদেশ যখন পড়বে, তখন তোমাদের উপরে (আইন) জারী। **অঙ্গীকার** কইরা রাখ যে, করবা কি না?

-- হ্যাঁ করবো।

-- বাস্‌। তারপর যখন আদেশ পরবে, পালন করবে। যখন পরবে না, বলার কিছু নাই। অবাধে চলবে। তখন প্রত্যেকে একেবারে jewel হয়ে যেতে পারবে। সবজায়গায় প্রত্যেকে একেবারে একত্র হইয়া যাইতে পারবা।

নাহলে তো একটা মরবে কালকে, একটা মরবে পরশু। সবগুলি তো ইয়ের (গর্তের) মধ্যে পড়বি সব। যা ঘোরা ঘুরবি, যা কষ্টের মধ্যে পড়বি, এর আর সীমা নাই। আর ঐ চেহারা দেখলে, যে সমস্ত স্বামীরা মরে, যে সমস্ত বউরা মরে, যা বিকট চেহারা, দেখলে ভয় লাগবো। স্বামী বলবে, আরে সর্বনাশ। এইটারে বিয়া করছিলাম। এইটারে লইয়া ঘর করছিলাম। কি বিকট, সর্বনাশ। এমন বিকট চেহারা যে, দেখলে দারুণ

প্রত্যেকের ভিতরে বিকট চেহারা হইয়া যাইব গিয়া। বোঝা, পাপের বোঝা সব। অপরাধের বোঝার চেহারা সব। এমন বিকট চেহারা ধরবে, একেকটা যে, দেখলে শালায় আর কেউ কাছে যাবে না। আর সেইসব চেহারা নিয়ে কিন্তু আমরা সব একত্র বসবাস করছি।

ভয় লাগবো। প্রত্যেকের ভিতরে বিকট চেহারা রইছে। জাপ্য হইয়া আছে। ছেড়ে দিলে বিকট চেহারা হইয়া যাইব গিয়া। বোঝা, পাপের বোঝা সব। অপরাধের বোঝার চেহারা সব। এমন বিকট চেহারা ধরবে, একেকটা যে, দেখলে শালায় আর কেউ কাছে যাবে না। আর সেইসব চেহারা নিয়ে কিন্তু আমরা সব একত্র বসবাস করছি। এগুলি সব ভয়ভীতির ব্যাপার কিন্তু, মনে রাইখো, সাবধান। সব ভয়ভীতির ব্যাপার। মেলামেশা করতে সাবধান। একটা চেহারাও ঠিক নাই। সব দানবের চেহারাই বেশী।

আমার চিন্তাধারায় কাউকে ফেলে যেতে চাই না। সেই বুদ্ধি আমার নাই। আমার চিন্তাধারায়, আমার নীতিতে আমি চাই আমার সুরের ধারায় সবাইকে নিয়ে যেতে। কি বলছো? এটা বলো না। অনেক ত্রুটি সহ্য করি আমি। তোমরা সেইভাবে চল।

'অপদেবতা'র সঙ্গে দেবতা কথাটা আছে তো। (মৃত্যুর পরে বিদেহীকে বলে অপদেবতা)। ওরা কিছু কিছু বোঝে। নিজের কৃতকর্মটা বোঝে। কি কি দোষ করছে, এইটা বোঝে। কি কি আকাম কুকাম কইরা আইছে, কেন এই দোষটা হইল সেটা বোঝে। কে মহান, কে অবতার, এইটা বোঝে। কে ঠগবাজ, এইটা বোঝে, কে শয়তান, সেটাও বোঝে। আর কেন শাস্তি পাইতাছে, কিসের জন্য শাস্তি হইতাছে, সেটা জাগতাছে। উপায় নাই, কোন হাত নাই, এও বোঝে। রক্ষা পাবার আর কোন পথ নাই, তাও বোঝে। ব্যথা, এখানে যা ব্যথা তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যথা

হাজার হাজার বছর থিকা মানুষ যে বলছে, স্বর্গ নরক, যমে শাস্তি দেয়, তারা শাস্তির ইঙ্গিত, ইঙ্গিতগুলি পাইছে। এগুলিই রূপকে ব্যবহার করে। ইঙ্গিতটা পেয়ে গেছে। শাস্তিটা যে আছে সাংঘাতিক, ইঙ্গিতটা পাইছে। আওয়াজটা পাইছে। নানান দিক থিকা, নানান রকম চিন্তা কইরা কইরা, কইরা কইরা পাইছে, রক্ষা করতে পারে নাই।

পাবে। এমন ব্যথা পাবে, সেই ব্যথার শেষ নাই। মরে না কিন্তু ব্যথা চলছে। সাংঘাতিক ব্যাপার। যাবে কোথায়? এমনি ছাইড়া দিব nature? এত পরিশ্রম কইরা সৃষ্টি? আর এমনি আকাম কুকাম করতাছে সব; এমনি ছাইড়া দিব সবাইরে? সৃষ্টিতত্ত্বে এত সহজ? এত সম্পত্তি, এত ধন, এত সম্পদ ব্যয় করছে, তোমাদের জন্য এত ব্যবস্থা -- সব এমনি এমনি?

হাজার হাজার বছর থিকা মানুষ যে বলছে, স্বর্গ নরক, যমে শাস্তি দেয়, তারা শাস্তির ইঙ্গিত, ইঙ্গিতগুলি পাইছে। এগুলিই রূপকে ব্যবহার করে। ইঙ্গিতটা পেয়ে গেছে। শাস্তিটা যে আছে সাংঘাতিক, ইঙ্গিতটা পাইছে। আওয়াজটা পাইছে। নানান দিক থিকা, নানান রকম চিন্তা কইরা কইরা, কইরা কইরা পাইছে, রক্ষা করতে পারে নাই।

স্বর্গে যাইব, তারপর আত্মার লগে আত্মার দেখা হইব। যারা মইরা গেছে, তাগো লগে দেখা হইব আবার। কইতে পারে, তুই আইছোস্?

তুইও পাপ করছোস, আমিও পাপ করছি। কথা বলতে পারে। কত লোকের লগে চেনা পরিচয় বাইরাইব। কত লোককে দেখাবে। একটাও তো মানুষ নাই। মশা, মাছি, পিঁপড়া সবই তো আছে। seal কইরা দিছে। সব punishment চলছে। সৃষ্টিটা যেমন আপনমনে চলছে। punishment টাও ভালমন্দ আপনমনে চলছে। ঐটাও natural gift. ঐটা বুইঝা বুইঝা করতে হবে, তার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ seal করা তো। eight pass, তাই। যে nine pass তা-ই। জন্মাইতেছে যেই ভাবে, মৃত্যুটা যেমন হইয়া যাইতেছে, punishment ও চলছে। ভাল বা আলাদা ব্যবস্থার কিছু নাই। আবার আলাদা ব্যবস্থাও কিছু কিছু হয়। Soul গুলি যারা ভাল হইয়া যাইতেছে, ভাল ভাল Soul, যারা মাখন হইয়া তৈরী হইয়া যাইতেছে, তারা আবার কিছু কিছু Control করে। তারা দেখে, consider কিছু করে। এইজন্যই তো বলছে যে, Soul গুলি ক্ষমা পাইবো না? রক্ষা পাইবো না? nature থিকাই ব্যবস্থা করছে, যাতে রক্ষা পায়। সেটারই ব্যবস্থা করছে বড় মহান সৃষ্টি কইরা। মহান কে? মহান কই? এখানকার এইসব

(বেশীরভাগ) ধর্মের নামে ধ্বজাধারী ঠগবাজরা মহান? ইস্, বোগাসটা কে? সব বোগাস্। মহান হতে গেলে যে Quality থাকা দরকার ভিতরে, তুমি একটা যে অন্যায় করছো, সেই সেই অন্যায়টাই যে অন্যায় বইলা কথা না, ত্রুটি করছো, ত্রুটি বইলা কথা না। মহান্ হবার যে স্বচ্ছতা, কথাটা বুঝলে? যে ধারাটা সেই ধারায় তোমার থাকতে হবে। মহানের স্বচ্ছতার ধারায় চলতে যদি পার, থাকতে যদি পার, তবেই হবে কথা। সেই ফর্মূলায় তোমার থাকতে হবে। যে ফর্মূলায় মহান হয়, যে ফর্মূলায় দেবতা হয়, যে ফর্মূলায় অবতার হয় এখানকার কথায়, সেই ফর্মূলাটা maintain করতে হবে?

-- সেই ফর্মূলাটা কি?

-- সে অনেক কথা। সেই কথাগুলো, সেই advise গুলো জাপ্য হয়ে রয়েছে। আর কোন কথা নয়। শুধু মহান হবার সেই ধারাবাহিকতাটা রক্ষা করতে হবে। সোনাগাছি গিয়া বইয়া থাকলে ত্রুটি হইব না। ধারাবাহিকতাটা maintain করতে হবে। সোনাগাছি বইয়া কুচুনিগো নাচ দেখতাছে। বাঃ বাঃ করতাছে। তুমি সেইখানে গিয়া চিন্তাধারাটা maintain যে করতাছ, এইটা খারাপ, এইটা ভাল না, কিসের উপর নির্ভর কইরা এরা এসব করতাছে? কথাটা বুঝছো? এই যে বিবেচনা, এই যে ধারাবাহিকতাটা, ওদের সাথে থাকবে, ওদের সাথে মিশবে, ওদের কবলে পড়বে না। মদের বোতল ধরলেই মদ খাওয়া হয় না। উপুর কইরা দেওয়া যায়। সবটার মধ্যেই ঔদাসীন্যতা, উদারতা নিরপেক্ষতা maintain করবে। আর অর্থ খুঁজে বার করবে। অর্থ তো সামনে দেওয়াই রয়েছে। অর্থ তো জানাই আছে।

সব তো বিদেহী, একা ঘরে ঢুকতে পারবে না ভয়ে বিদেহী আত্মা তো। যার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছ, সব তো মরা। Body টা কিন্তু dead, যার সঙ্গে একা একা প্রেমের কথা বলতাছ, ভালবাসার কথা বলতাছ. ভালবাসার গান শুনলা। এই লোকটা নড়ে না। এটা কিন্তু dead body এটার মধ্যে যখন ঢুইকা পড়ছে, কথা বলছে। আমার গান শুনে আপনার ভাল লেগেছে? প্রত্যেকটা কথা কিন্তু বিদেহীর।

যতগুলির সঙ্গে কথা বলছো, একটাও কিন্তু মানুষ না। সব তো বিদেহী, একা ঘরে ঢুকতে পারবে না ভয়ে, বিদেহী আত্মা তো। যার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছ, সব তো মরা। Body টা কিন্তু dead, যার সঙ্গে একা একা প্রেমের কথা বলতাছ, ভালবাসার কথা বলতাছ. ভালবাসার গান শুনলা। এই লোকটা নড়ে না। এটা কিন্তু dead body. এটার মধ্যে যখন ঢুইকা পড়ছে, কথা বলছে। আমার গান শুনে আপনার ভাল লেগেছে? প্রত্যেকটা কথা কিন্তু বিদেহীর। একটাও কিন্তু দেহীর কথা না। প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিদেহী। যার সঙ্গে প্রেম করলা, চুমা দিতে গেলা, ভালবাসার কথা কইলা, একটাও কিন্তু মানুষ না। সব dead body ভাল করে বুঝে নাও, জেনে নাও। Dead body যদি না হইত, একটাও কিন্তু মরতো না। সবগুলি মরবে। যেগুলো মরবে, সেগুলি কিন্তু মরা। আগে ভাল কইরা মনে গাঁইথা নাও। ঐগুলি তো মইরাই আছে, বাইরাইয়া যাইব গিয়া। মরাটার মধ্যে ঐটা (soul) আইয়া বাস করতাছে। ২৫, ৫০, ১০০ বছর থাইকা এইটা বাইরাইয়া যাইব গা। যেটা বাইরাইয়া যাইব গিয়া, সেটা তো মরা-ই। কার লগে তুমি প্রেম করবা? ভালবাসার কথা কইবা? কার লগে তুমি আত্মীয়তা করবা? এটা অভ্রান্ত।

আমার যখন ১৪ বছর বয়স, আমি রামচন্দ্রপুরে একটা ছেলেরে বুঝাইছিলাম। ওতো ভয়েও কারও সঙ্গে মিশে না। মরা তো। একটা কথা কইব, দূর শালা, কার লগে কথা কমু? ওতো মরা। মরাটার মধ্যে একটা আত্মা আইয়া কথা কইতাছে। আবার soul টা বাইরাইয়া যাইব গিয়া। দেহটার থেকে বেরিয়ে যে যাবে, এটা তো genuine. যেটার থেকে genuine বেরিয়ে যাবে, তারমধ্যে ঐটা (soul) আইয়া বইয়া নড়াচড়া করে, কথা বলে কত কি করে। একটাও কিন্তু পদার্থ না। একটাও কিন্তু দেহের যে রূপটা. সেই রূপটা না। দেহটার যে রূপ দেখতাছ, এই রূপ কিন্তু একটারও

দেহটার যে রূপ দেখতাছ, এই রূপ কিন্তু একটারও না। কোনটা মশা কোনটা মাছি, বজরী মাছ তারপরে সাপ, ব্যাঙ বিড়াল - এই কিন্তু বেশী।

না। কোনটা মশা কোনটা মাছি, বজরী মাছ তারপরে সাপ, ব্যাঙ বিড়াল -- এই কিন্তু বেশী। জীবজন্তুই বেশী। আবার জীবজন্তুদের মধ্যেও অন্য figure আছে। যেমন সাপ মানে সাপ নয়, অন্য কিছু। একজনের লগে কথা কইতাছোস্। তুই যদি জন্তুর চেহারাটা দেখোস্ ভাল লাগবো? দেখলি, কাতল মাছ, ভাল লাগবো? মকররাশি, মীনরাশি, সিংহরাশি ঐভাবেই আসছে, বুঝছো?

-- তাহলে তো কাজের অসুবিধা হয়ে যাবে।

-- অসুবিধা করেই কাজ করতে হবে এখানে। সুবিধার জন্য এখানে কে কাজ করতে আসছে? এই প্ল্যাটফর্মে বসে থাকে না মানুষ? প্ল্যাটফর্মে কথা বলে না? কতক্ষণ পরে পরে চা খায়। প্ল্যাটফর্মে আত্মীয়তা কতক্ষণ? গাড়ী না আসা অবধি। জাহাজঘাটে বইয়া রইছি আমরা। আলাপ করতাছি, গল্প করতাছি, আসেন, বসেন। বিড়ি খাইবেন? কেক খাইবেন? আইয়ো পোলাপানরা দিয়া যা। কি বৌদি, খাইবেন নাকি? আইচ্ছা খান, খান। এই যে সম্পর্কটা যেরকম তেমনই আরকি। তারপর দুইটা জাহাজ আইছে। মানুষজন ভাগ হইয়া যার যার জাহাজে চইলা গেছে। আর দেখা নাই।

দেহের ভিতরে কোনটা সাপ, কোনটা ব্যাঙ, জীবজন্তুই বেশী। বেশীরভাগ figure এর ভিতরেই জীবজন্তু। তাই সাবধান। সাবধান হয়ে চল। এখানকার কাজ সব temporary, কাজ বাগানো কাজ। দোকানে শাড়ী কিনতে গিয়ে কি দোকানীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে বসো? আমাকে ভাল শাড়ীটা দেননি কেন? এই একটা কি শাড়ী দিয়েছেন? কত পীড়িতের কথা বলো। তারপর শাড়ী পছন্দ করে টাকা দিয়ে চলে আসো। তার লগে কি ঘর করো গিয়া? তারসঙ্গে আর দেখা নাও

দেহের ভিতরে কোনটা সাপ, কোনটা ব্যাঙ, জীবজন্তুই বেশী। বেশীরভাগ figure এর ভিতরেই জীবজন্তু। তাই সাবধান। সাবধান হয়ে চল। এখানকার কাজ সব temporary,

হতে পারে। সেইরকম দোকানদারের কাম (কাজ) এইটা। Temporary কাজ। কাজ বাগানো। দোকানে যাও, বাজারে যাও, হাটে যাও, বোঝ না কেমন লাগে? সেখানে গিয়া কি বইয়া পড় গিয়া? একটাও কিন্তু মানুষ না। আগে চিন্তা করবা, সব dead body. কতগুলি স্তূপাকার dead body এইগুলির মধ্যে (Soul গুলি) ঢুইকা আমরা কথা কইতাছি। রামচন্দ্রপুরের ঐ ছেলেটা এরমধ্যে কারও লগে কথা কয় না। বলে, body একটা, ওর মধ্যে ঢুকছে আইসা আরেকটা। কার লগে কথা কইতাছি? কে বুঝতাছে? তার লগে কথা কইয়া আমার লাভটা কি? খালি প্রয়োজন। ঘটিটা আন, বাটিটা আন, এই পর্যন্তই থাউক। একরকম মেশিন আছে, এইটা দিয়া যায়, ঐটা নিয়া যায়। ঐরকম কাম (কাজ) করাইবা। রোবটের মত কাম (কাজ) করাইবা। ঐছাড়া এর মধ্যে আর সার কিছু পাইবা না। এইটা আগে বোঝা। এইটা আগে ভাল কইরা বোঝ। যাগো লগে মিশতাছি, যাগো লগে যাইতাছি, তারা কি? তারা পদার্থটা কি? ভয়ের ব্যাপার। বিভীষিকায় দাঁড়ায়। দুইটা মানুষ শুইয়া রইছে। তুই বইসা রইছোস্। একটা ঘুমাইছে। ঘুমাইলেই half dead body, Flag half হইয়া যায়। আর ঐটা (Soul-টা) ছুটফাট কইরা বাইরায়। ঘুমাইলেই Flag half. যে কোন মুহূর্ত্তে বাইরাইয়া যাইতে পারে।

Nature করেছে কি? এখানে ভোগ করার জন্য পাঠায় নাই। কাম (কাজ) করানোর জন্য পাঠাইছে। প্রেম করার জন্য বা অন্য কোন কাম (কাজ) করানোর জন্য nature পাঠায় নাই। এই সমস্ত dead body গুলির মধ্যে, মরাগুলির মধ্যে soul গুলি ঢুকাইয়া দিছে সব, যা পারোস্ (পারিস্) কাম (কাজ) কইরা আয়। যে যা পারে এখান থিকা কিছু অর্জন কইরা নে। এই সুবিধাটুকু পাইছে, Nature এই সুবিধাটুকু দিছে। এছাড়া এখানে আর কোন relation নাই।

-- এই বিয়ে টিয়ে, স্বামী স্ত্রী, ছেলে মেয়ে?

-- তুই মনে কর, বাপে যখন সৃষ্টি করে, তোর মত ২০০/২৫০ কোটি বাচ্চা বাইরাইয়া (Drainage) গেছে। ২০০/২৫০ কোটি বাচ্চা, তারমধ্যে তুইও তো পইরা যাইতে পারতি গিয়া, drain-এ চইলা যাইতে পারতি গিয়া। ২০০/২৫০ কোটি বাচ্চা চইলা গেছে গিয়া already ২০০/২৫০ কোটি বাচ্চা drainage হইয়া গেছে। ৪০০ কোটি বাচ্চা, ৫০০ কোটি বাচ্চা বইরাইয়া গেছে। বাইরাইয়া যাওয়ার মধ্যে একটা তো থাকবো। লটারির মধ্যে যতগুলি থাকে, একজনে তো পায়। ৫০০ কোটি বাচ্চার মধ্যে তুই একজন drainee. একটা তুই বাইজা (আটকে) গেলি। তাতো তো কপাল ভাল মন্দ কিছু নাই। এতগুলি drainage-এর মধ্যে তুই একজন। এর দামটা কোথায়? যে যখন আট্কায় মনে করে, আমি আইট্কা গেছি। তাই বলছি, লটারির টিকিট তো সবাই কাটে, একজন তো পাইবই। ৫০০ কোটি বাচ্চার মধ্যে একটা, দুইটা বইজা গেছে। ৪০০ কোটি বাইজা গেছে। একটা আইট্কা গেছে, accident বলতে পারো। ২৫০ কোটি ভাইবোন তোমার চইলা গেছে। এই ২৫০ কোটি ভাইবোন থাকলে প্রত্যেকে 'ক' 'গ' 'র' এর মতন হইত। ২৫০/৩০০ কোটি বাচ্চা বাইরাইয়া গেছে। তার দাম দাও? যেগুলি আট্কাইছে, সেগুলিই বাইরাইছে (ভুমিষ্ঠ হইছে)। হয়তো পাঁচটা আট্কাইছে, পাঁচটাই বাইরাইছে, এই ২৫০ কোটি থিকা। তাই এখানে কোন আকর্ষণ নাই। আকর্ষণ রাখার জন্য তো পাঠায় নাই nature. এখানে ভোগ? এই জায়গার ভোগটা হইল দুর্ভোগ।

Nature করেছে কি? এখানে ভোগ করার জন্য পাঠায় নাই। কাম (কাজ) করানোর জন্য পাঠাইছে। প্রেম করার জন্য বা অন্য কোন কাম (কাজ) করানোর জন্য nature পাঠায় নাই। এই সমস্ত dead body গুলির মধ্যে, মরাগুলির মধ্যে soul গুলি ঢুকাইয়া দিছে সব, যা পারোস্ (পারিস্) কাম (কাজ) কইরা আয়, যে যা পারে এখান থিকা কিছু অর্জন কইরা নে।

সৃষ্টি তো দিয়েই দিয়েছে। এর লইগাই দিছে। সৃষ্টির বিষয়বস্তুগুলি যে রয়েছে, একটা মানুষের মধ্যে ৫ (পাঁচ) হাজার কোটি লোক থাকতে পারে। ৫ হাজার কোটি, ৫০০ কোটি না। ৫ হাজার কোটি লোক থাকতে

পারে। একটা মানুষের মধ্যে যদি আগাগোড়া মানুষগুলি রাইখা দেয়, ফেলাইয়া না দেয়, তাইলে ৫ হাজার কোটি মানুষ থাকতে পারে। চিন্তা কইরা দেইখো, ৫ হাজার কোটি। ১০০ হাজারে ১ লাখ, ১০০ লাখে ১ কোটি, এইরকম ৫ হাজার কোটি মানুষ একটা মানুষের মধ্যে। কেন দিয়েছে? কেন দিয়েছে? সৃষ্টি কি এত বোকা? বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথে মায়ের স্তনে দুধ এসে যায় সৃষ্টির নিয়মে। ৫ হাজার কোটি লোক, তার প্রত্যেকটি লোকের সাহায্য সহযোগিতা, তার মন, তার প্রাণ, তার চোখ, তার নাক, তার কান, তার মাথা, প্রত্যেকটির সাহায্য সহযোগিতা যাতে তুমি সমানভাবে এই চোখে, মুখে, নাকে, কানে, মাথায় পাও, পাইয়া যাতে utilise (ব্যবহার) করতে পার, তবে ৫ হাজার কোটি লোকের ১০ হাজার কোটি চোখ, ১০ হাজার কোটি কান; এই কানে ১০ হাজার কোটি কান যদি পাও, এই চোখে ১০ হাজার কোটি চোখ যদি পাও, এক মাথায় ৫ হাজার কোটি মাথা যদি পাও, তবে তোমার মাথাটা কোথায় যাবে?

৫০০ কোটি লোক হইল এই পৃথিবীতে, তাহলে ৫ হাজার কোটি লোকের জন্য ক'টা পৃথিবী লাগবে? ৫০০ কোটি লোক যদি এই পৃথিবীতে হয়, কথার কথা বলছি, এই ৫ হাজার কোটি লোকের জন্য এইরকম কয়টা পৃথিবী লাগবে? অনেক পৃথিবী লাগবে। এই ৫ হাজার কোটি লোকের মাথা যদি একটা মাথায় আসে, (তবে সে কি না করতে পারে)? দুইটা Both combination প্রকৃতি-পুরুষ, ছেলে এবং মেয়ে দুইটার সহযোগিতায় একটা সৃষ্টি হয়। আর নিজের ভিতরেই male and female both activities same time-এ হয়ে যায়, যদি দুইটা combination-এ copulation বলে nature, হয়ে যায়, তখন সেই বীজটা growth ক'রে আপনমনে একেকটি মাথা তৈরী হয়, দুইটা

৫০০ কোটি লোক হইল এই পৃথিবীতে, তাহলে ৫ হাজার কোটি লোকের জন্য ক'টা পৃথিবী লাগবে? ৫০০ কোটি লোক যদি এই পৃথিবীতে হয়, কথার কথা বলছি, এই ৫ হাজার কোটি লোকের জন্য এইরকম কয়টা পৃথিবী লাগবে? অনেক পৃথিবী লাগবে।

করে চোখ তৈরী হচ্ছে, দুইটা কান তৈরী হইতেছে। এইরকম কইরা যদি ৫ হাজার কোটি মানুষের ১০ হাজার কোটি চক্ষু, ১০ হাজার কোটি কান, ৫ হাজার কোটি নাক, ৫ হাজার কোটি জিহ্বা, ৫ হাজার কোটি মাথা একজায়গায় যদি নিজেতে (নিজের মাঝে) concentrated হয়, 'হবে', 'হওয়ার'; জন্যই 'হওয়া', তাহলে সেখানে কী না হতে পারে? বুঝতে পেরেছো কথাটা? তার ক্ষমতার দূরত্বটা কোন্ পর্যন্ত, কোন্ সীমানায় গিয়া যাইতে পারে? যে কোন গ্রহের যে কোন কথাবার্তা এখানে বইসা শুনতে পারবা। যখন নাকি ১০ হাজার কোটি কান এক কানে আসবে, ১০ হাজার কোটি চোখ এক চোখে যখন আসবে, তখন দেখবা আরেকটা গ্রহের মধ্যে কি চলছে, সেইটা তোমার সাড়া পাবে। এখন যেমন এই দূরত্বে, এই distance-এ শুনতে পাচ্ছ, তখন ঐ দূরত্বে ঐ distance-টায়, distance বুঝলা তো? শুনতে পাবে। Distance একই, এখন আওয়াজ যদি ঐ দেওয়ালে চলে যায়, সেখান থিকা তুমি চিৎকার দিয়া শুনতে পার। তাইলে দেখা যায়, ৫০ হাত চলে গেল, ১০০ হাত দূরেও চিৎকার কইরা শুনা যায়। ১০০ হাত দূরে চলে গেল। সেরকম ১০ কোটি মাইল দূরে যে গ্রহটা আছে, ১০ কোটি মাইল। ১০০ হাত আর ১০ কোটি মাইল, তা ১০ কোটি মাইল যে দুরত্বটা হয়ে গেছে, আর ১০ হাজার কোটি কান যদি একত্র হয়, আর ৫ হাজার কোটি মাথা যদি একত্র হয়, তাইলে তার যে দূরত্বটা ১০০ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। ১০০ হাতে যেই distance-এ তোমরা কথাবার্তা বলো, সেই distance-টা ১০ কোটি মাইলের যে distance-টা দূরত্বটা, ১০০ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। বুঝতে পারছো কথাটা? Mathematics দিয়া বলছি কিন্তু। সব mathematics, আমি mathematics ছাড়া কথা বলি না।

Nature কখনও waste করতে বলেনি। Drainage যদি তুমি ইচ্ছা করে করো, অপচয় করো, কেম্নে হইব? nature তো drainage করতে বলে নাই। বলছে যে, drainage তোমার হবে, এই ২/৪ কোটি

drainage হতে পারে, maximum বলে দিয়েছে creation-এ, ছেড়ে দিয়েছে। Nature-তো তোমাগো drainage করতে বলে নাই। Nature সৃষ্টিটাই দিয়েছে, তোমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করো। বৃত্তির নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করবে। আর এইখানে করছে কি? হাবলা আর খাবলা। তাইলে কেম্‌নে হইব, তুমি যদি অপচয় করো? বাবায় তোমারে টাকা দিছে যে, তুমি কাজ করো। সেই টাকা দিয়া তুমি বাঈজী বাড়ীতে গিয়া মদ খাইতাছ আর তবল-ডুগি শুনতাছ। তাইলে কেম্‌নে চলবো? nature কখনও তোমাকে অপচয় করার জন্য দিতে পারে না। ভিতরে রাখার জন্যই দিয়েছে। For your service, for your benefit তোমার benefit-এর জন্যই দিয়েছে।

সত্যেন বোস কে বলেছিলাম। সত্যেন বোস তো এই তত্ত্ব শুইনা মাথায় হাত দিয়া বইছে। বলছে, এরকম চিন্তা তো করি নাই কোনদিন। এরকম চিন্তা করতে আমাদের আরেকজন্ম লাগবে। তাই তো, nature একটা মানুষের মধ্যে এতগুলি মানুষ কেন দিল? ২/৪টা দিতে পারতো, সৃষ্টিটাই ৫/১০ টা, না হয় ১৫ টাই হোক্, ১৫ টা হইয়া গেল। ইলিশমাছের খইলতার মধ্যে, কতগুলি বাচ্চা থাকে? ইলিশমাছের খইলতার মধ্যে, ডিমের মধ্যে, দুইটা কোল বালিশের মতো খইলতার মধ্যে না হইলেও কয়েক কোটি বাচ্চা। দুইটা খইলতার থিকা (ডিমের থেকে) ইলিশের সবকয়টা বাচ্চা যদি ফুটে বার হয়, তবে নদীটা ভরে যাবে। কতগুলি অপচয় হয়। বেশীর ভাগই অপচয় করছে। তাদের (মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীদের) কিন্তু সৃষ্টির ধারাতে রেখে দিয়েছে। প্রত্যেকগুলো compulation-এ (সঙ্গমে) বাচ্চা রাইখা দিছে। সবগুলো বাচ্চা রাইখা দিছে। অপচয় করার জন্য সৃষ্টি নয়। সবাই আবার অপচয় করে না। মাত্রা আছে। সিংহ এতদিন পরে সঙ্গম করে। বাঘ এতদিন পরে সঙ্গম করে। কুকুর

সত্যেন বোস কে বলেছিলাম। সত্যেন বোস তো এই তত্ত্ব শুইনা মাথায় হাত দিয়া বইছে। বলছে, এরকম চিন্তা তো করি নাই কোনদিন। এরকম চিন্তা করতে আমাদের আরেকজন্ম লাগবে।

এতদিন পরে সঙ্গম করে। কুকুর পর্যন্ত এতটা সময় মাইপা চলে। একটা time বা period পর্যন্ত ওরা সবাই অনেকটা চলে। অপচয় হইতাছে কিন্তু মাত্রা মতন অনেকটা চলে। সেইজন্য কুকুরের যে বুদ্ধি আছে, যেটুকুনু আছে, লালবাজার (পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর) কুকুরের লেজ ধইরা পার হয় (তদন্তের কিনারা করে)। কুকুরের মাথায় যেটুকুনু বুদ্ধি আছে, ওরা scent পায়। কোথায় আসামী, scent-এ ধইরা ফেলাইছে। ঐটা maintain করছে বইলাই scent-টা পাইতাছে, brain-টা পাইতাছে। পাখীগুলো দূরদূরান্ত থেকে যে এসে পড়ে, ঐ scent-টা পায়। ওদের copulation-এর মাত্রাটা, ওরা যে সঙ্গম করে, সেটা ৬ মাস, ১ বছর পরে পরে করে। তাহলে অপচয়ের মাত্রাটা কমে যায়। আর মানুষ করে একেবারে বাচ্চা হবার আগের দিন পর্যন্ত। তাহলে কি করে হবে? অপচয়? মনে কর, ৫ হাজার বা ১০ হাজার কোটি মানুষ আছে, একেকজনের মধ্যে, বেশী হবে। একটা মানুষের ভিতরে না হলেও সারাজীবনে বীর্যপাত হয়, এরকম বড় বড় দুই বালতি। (২০ লিটারের বালতি)

লালবাজার (পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর) কুকুরের লেজ ধইরা পার হয় (তদন্তের কিনারা করে)। কুকুরের মাথায় যেটুকুনু বুদ্ধি আছে, ওরা scent পায়। কোথায় আসামী, scent-এ ধইরা ফেলাইছে। ঐটা করছে বইলাই scent-টা পাইতাছে, brain-টা পাইতাছে।

মনে কর, ২০ হাজার কোটি মানুষ হইল minimum তোমার মধ্যে বিরাজমান। ১০০ হাজারে ১ লাখ। ১০০ লাখে ১ কোটি। ১ কোটি, ২ কোটি কইরা ১০০ কোটি। দশশো কোটিতে ১ হাজার কোটি। এইরকম ২০ হাজার কোটি মানুষ একেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজমান। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে sense-টাও আছে, প্রত্যেকের sense আছে। সেইজন্য দুইটা দিছে, মেয়ে এবং ছেলে। মেয়ের মধ্যে তো বীর্য নাই। না হইলেও তার মধ্যে যে বীর্যটা আছে, দুইটা একত্র না হইলে কিন্তু মানুষের রূপ ধরবে না। অরটা (মেয়েরটা) আর অরটা (ছেলেরটা) একত্র হবে। অর মধ্যে যেটা আছে, male and female-এর both combination-এ copulation-এ যে scent-টা grow করবে, তাতে male and female-

এর both sex- এর sparmatoza যেটাকে বলে, সেটা creation হবে। Male and female, both বলছে হবে। Sexually হবে; চিন্তা কইরাই sex হয়। তাইলে তোমার মধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ, অর (ওর) মইধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ, তার মইধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ। একই তো কথা, male and female-এর both combination-এ সেই রূপটা হয়। শুধু female-এর বীজ দিয়া বা শুধু male-এর বীজ দিয়া বাচ্চা হয় না। Male and female দুইটা plus হইয়া একটা হয়। তাইলে তোমার মধ্যে যে ২০ হাজার কোটি মানুষ আছে, তোমার মধ্যে যেই sex-এর ভাবটা আছে, সেইটার combination-এ, sex-এর combination-এ ঐটার মধ্যে যে copulation হয়, তাতে sparmatoza, তাতে বীর্যকীট তৈরি হয়ে যায়। তাতে তৈরি হয়ে যায়। দুধে তো fungus হয়, ছাতা পরে। তোমার মত যে ছেলে মেয়ে সব-both, সবার মধ্যেই ২০ হাজার কোটি মানুষ। তার মধ্যে না হোক, ১ হাজার কোটি বাদ দিলাম। বাদ দিলাম ১ হাজার কোটি। ১৯ হাজার কোটি থাকবে, বুঝছো? ১ হাজার কোটি মানুষ বাদ দেব, সেতো খেলা কথা না।

১৯ হাজার কোটি মানুষ যদি তোমার ভিতরে growth হয়, সব power গুলি growth হবে। দৃষ্টি growth হবে, mind growth হবে, thought growth হবে, ear growth হবে, সব যন্ত্রগুলির growth হয়ে যাবে। ভিতরের যন্ত্রগুলির tune-টা, ঐ tune-টা হবে nature-এর microscopic tune. ঘড়ির কাঁটার যে যন্ত্র, তার যে টিকটিক শব্দ, সবাই শুনতে পারে না। যার কান খুব ভাল, সে শুনতে পাবে। আবার কানে যন্ত্র লাগালে আরেকটু বেশী শুনতে পাবে, এরকম আর কি। খালি চোখে যা দেখা যায় না, microscopic যন্ত্র দিয়ে তা দেখা যায়। ঐটা হইল তোমার ভিতরে nature-এর মহাদান। ঐটা হইল microspopic eye, ear, nose, tangue, head, brain etc. সেই eye দিয়া দেখা যাবে আরেকটা star-এ কি হইতাছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না এইখান থিকা, star-টা খালি জোনাকি পোকার মতন দেখতে পাচ্ছ। তোমার ভিতরে ১৯ হাজার

কোটি X ২ = ৩৮ হাজার কোটি চোখের যে দৃষ্টিশক্তিটা সেই microscopic দৃষ্টি দিয়া star-টা যখন দেখবা, ঐখানে যদি কেউ ভাত খায়, দেখবে ভাত খাইতেছে। কথাটা বুঝছো? ঐখানকার কতাবার্তা আবার ঠিক সেইরকম শুনতাছ। তোমার মধ্যে সেইটা automatically হবে। Preserve করলেই automatically হবে। Copulation হইয়া automatically গাছ হইয়া যাবে। আলুগাছ আর পুঁততে হয় না। আলুগাছ ধুলার মধ্যে পইরা থাকলেও গ্যাজ বাইরাইয়া যায় গিয়া। অরটা খাইয়াই গ্যাজ বাইরাইয়া যায়। নারকেল গাছ, অরটা খাইয়াই এতখানি গোড়া বাইরাইয়া যায় গিয়া। অদ্ভুত। সব বীজ সবরকম থাকে নাকি। বহুবীজের বহুরকম ক্ষমতা থাকে। এই বীজ এমুনই (এইরকমই), তোমার মধ্যে যে sparmatoza-টা আছে, ঐটা sexual course চাবেই (চাইবেই)। Sexual course নিজের মধ্যে নিজে create কইরা, নিজেগো মইধ্যে নিজে create করবে। Male and female create কইরা তারা নিজেরা নিজেরা একটা combination হইয়া, তারা man power growth করবে। Man power create করবে, নাহলে চলবে কি কইরা? Bactaria এমনি হয়। Male and female both parts প্রত্যেকের মধ্যে আছে। Same parts, male parts and female parts both. প্রত্যেকের মধ্যে male and female parts আছে। সুতরাং দুইটা combination হইয়া যায় ভিতরে ভিতরে। তোমার করতে আপত্তির নাই। কি অপূর্ব system.

Nature মানুষের মধ্যে sense দিছে। Animal-দের মধ্যে এই sense-টা দেয় নাই, nature protection দিছে। অগো (animal) protection দিছে, মানুষকে দিয়েছে sense, ঐ একই protection. একেকজনের একেকটা growth করছে। আর ওদের (animal-দের) sense-এর protect-টা দেয় নাই, যেই sense-টা তোমাদের দিয়েছে। ওদের দিয়েছে nature-এর invalid একটা

Nature মানুষের মধ্যে sense দিছে। Animal-দের মধ্যে এই sense-টা দেয় নাই, nature protection দিছে। অগো (animal) protection দিছে, মানুষকে দিয়েছে sense, ঐ একই protection একেকজনের একেকটা growth করছে।

way, একটা invalid অবস্থা। ওদের ভিতরে সেই sex-টা definite growth করে না, যেন growth করতে চায় না। মানুষের মধ্যে যেমন তাড়াতাড়ি growth করে, জীবের মধ্যে তাড়াতাড়ি growth করে না। তাড়াতাড়ি growth করবে না কেন? মানুষের মধ্যে যে sense-টা দিছে আর ওদের (animal) মধ্যে যে protect করে রাখছে, সেইটা হইল sex-এর part-টা invalid কইরা রাখছে। এইটা growth হয়, 8 months after (৮ মাস পরে), 10 months after (১০ মাস পরে)। একটা period লাগে growth হতে। Growth হতে হতে ঐ time-এ গিয়ে growth হয়। এইরকম sense-টা দিয়া তারা করে না। Automatically তারা জানে যে এইরকম হতে পারে। Sense-টা ওদের প্রযোজ্য হবে পরে। Sense-টা developed হবে after. কুকুরে বোঝে; খুনীর গন্ধ শুঁইকা গিয়া শালা ২ মাইল দৌড়াইয়া ধইরা নিয়া গেল। কি sense বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ। কি common sense. ওদের sense মানুষের থেকে অনেক বেশী। মানুষ এরকম চিন্তা করতে পঞ্চাশ জীবন লাগবে। একটা little instance দিচ্ছি। শকুন দুই, তিন মাইল দূরের থিকা, distance থিকা কি আছে, কি না আছে দেইখা ঠিক বুইঝা ফেলাইল। মাছি তো ৬ মাইল দূরের থিকা গন্ধ পায়। Sense-এর development কি রকম। Sex-এর development আগে হবে না, protect কইরা দিছে। Protected area. এই area-য় করে না। তবে কি আন্দা কোন্দায় করে না? সেটার মধ্যে জুঁত পায় না। যায়, লাফালাফি করে, সুবিধা হয় না - কাঁউ কাঁউ কাঁউ। ছাইড়া দেয়, সুবিধা হয় না। আবার কোনটা ১০ বছর পরে, কোনটা ১২ বছর পরে একেকটা growth করে। এমনি লাফালাফি করতাছে, যাইতাছে, attempt নিতাছে, আকাম কুকাম করার attempt নিতাছে, কিন্তু attempt নিয়া successful হইতে পারে না। Growth-টা হয় না, হইতাছে না। Growth-টা হইতে হইতে অগো ১২ বছর যায় গিয়া। তখন growth হইল, একবার হইল, আবার বাস্ ১২ বছর, ১টা, ২টা, ৩টা, ৪টা বাচ্চা হয়। কিছু loss হয়। কিছু loss হবেই। বাস্ হয়ে গেল। কাজের জন্য মা দুর্গা (সিংহ

টারে) ঐটারেই বাইছা নিছে। শিয়াল, কুত্তাটারে বাইছা নেয় নাই। তগো কোন মানুষরেও বাইছা নেয় নাই।

যাই হোক, ৩৮ হাজার কোটি মানুষকে সংঘবদ্ধ করে তোমার ভিতরে, তোমার সঙ্গে sense এর organization-টা যদি ঠিকমত guide করতে পার, sense-organization-এর মাধ্যমে সবাই যদি united হয়ে থাকে, sense-টাকে একাই যদি concentrate করতে পার, তবে তার থেকে যে result-টা তুমি পাবে, সেটা unique result. তোমার sense and common sense যেটা দিছে, এইটা হইল protected, তোমার protection-এর অস্ত্র। Common ভাবে যে sense-টা natural gift আছে, বলছে এটাই যথেষ্ট তোমাকে protection দেওনের (দেবার)। Natural common যে sense-টা আছে, সাধারণ যে sense-টা আছে প্রত্যেকের ভিতরে, nature বলছে, it is sufficient তোমার protection-এর পক্ষে। It is sufficient. এরচেয়ে বেশী আর প্রয়োজন তোমাদের নাই। কিন্তু তোমরা যখন যে ত্রুটিটা করছো, সেই common sense কে kill কইরা চাপা রাইখা দিয়া কাজটা করছো। Sense কিন্তু তোমাকে conscious করে দিচ্ছে। ত্রুটি যে করছো, এটা করা উচিত নয়, জেনেও তা করছো। কালকে বাচ্চা হবে, আজকে বদমাইসি করছে। বলছে, বাচ্চা ব্যথা পাইতে পারে, মরতে পারে, জাইনাও তবু করতাছে। Common sense যদি না জানাইত এই কথাটা, তাইলে বলতে পারতে, আমাদের তো জানায় নাই। Sense কিন্তু তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জানিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে যেটাই ফাঁক করতে যাইবা, যেটাই তুমি ফাঁকি দিতে যাইবা, যেইটাই তুমি গোপন করতে যাইবা, সাজিগুজির থিকা আরম্ভ কইরা কি উদ্দেশ্যে, কি অবস্থায়, কেন, কিসের জন্য, কোন্

যাই হোক, ৩৮ হাজার কোটি মানুষকে সংঘবদ্ধ করে তোমার ভিতরে, তোমার সঙ্গে sense এর organization-টা যদি ঠিকমত guide করতে পার, sense-organization-এর মাধ্যমে সবাই যদি united হয়ে থাকে, sense-টাকে একাই যদি concentrate করতে পার, তবে তার থেকে যে result-টা তুমি পাবে, সেটা unique result.

কারণে সাজতে যাইতেছ? একটু নীচে যাইবা, উপরে যাইবা, ডাইনে যাইবা, বাঁয়ে যাইবা, sense তোমাকে জানাইয়া দিচ্ছে কিন্তু, এইজন্য তুমি করতাছ। 'এটা কি ঠিক?' বলে দেবে। কেন তুমি যাইতাছ? কারজন্য যাইতাছ? জানাইয়া যাইতেছে কিন্তু। এটা যে কতবড় উপকার, না জানাইতো, তবে একটা কথা। জানাইয়া যাইতেছে, একটা চিরুণী নিয়া অমনি অমনি, করতাছি, তখনই বুঝাইয়া দিতাছে, ক্যান অমন করতাছি।

অফিসে যখন যাই, কেন এমন করতাছি, দোতলায় যখন যাই, কেন এমন করতাছি? তিনতলায় যখন যাই, কেন এমন করতাছি? বাচ্চাটা কুলে (কোলে) লইয়া যাইতেছি, কেন এমন করতাছি? যতই সহজ সরল মানুষকে দেখাও, তোমার কাছে কিন্তু তুমি ধরা পইরা যাইতেছ। তোমারে কিন্তু সে ধরাইয়া দিতেছে। এটাই হইল protection. প্রতিমুহূর্তে cautious করে দিচ্ছে, সাবধান করে দিচ্ছে চলার পথের পথিকদের। তাই তোমাদের যে বীজগুলি দিচ্ছি, ২০ হাজার কোটি মানুষ minimum একটা মানুষের মধ্যে আছে। তারচেয়ে বেশী আছে। ২০ হাজার কোটি কিন্তু, ২০ কোটি নয়। ২০ হাজার কোটি মানুষ একটা মানুষের মধ্যে কেন দিচ্ছে? nature এটা কেন দিল?

একটা ধানের থিকা একটা ধান হলে মানুষ খেয়ে বাঁচতো না। একটা ধান পুঁতলে যদি একটা ধান নিয়েই বের হত, তাহলে মানুষ খেয়ে বাঁচতো না। একটা ধানের থেকে কম সে কম ১৫০/২০০ ধান বেরোয়। সেই ধানের ছড়াগুলো নিয়া একত্র করেই অনেক ধান হয়ে যায়। সেরকম অনেক ধান একত্র হলেই অনেক লোক বাঁচার পক্ষে সুবিধা হয়। ঠিক তোমার মধ্যে যে ধান, বাপে দিল একটা বীজ, পরলো একটা, তুমি আইলা। এটা একটা হঠাৎ, একটা accident কিন্তু। অনেকগুলি পরতে পরতে, তুমি, আমি একটা পইরা গেলাম। তারপরে তোমার মধ্যে যে ২০ হাজার কোটি মানুষ ঐ বীজ থেকে ছড়া বাঁধলো, ঐ ২০ হাজার কোটি মানুষ, nature

তোমার মধ্যে যে ধান, বাপে দিল একটা বীজ, পরলো একটা, তুমি আইলা। এটা একটা হঠাৎ, একটা accident কিন্তু। অনেকগুলি পরতে পরতে, তুমি, আমি একটা পইরা গেলাম। তারপরে তোমার মধ্যে যে ২০ হাজার কোটি মানুষ ঐ বীজ থেকে ছড়া বাঁধলো, ঐ ২০ হাজার কোটি মানুষ, nature তোমার কত সুবিধা করে দিল। Nature এর কাজ, তার গভীর তত্ত্বকে জানবার সুযোগ সুবিধা করে দিল। কত তার আশীর্বাদ। এরচেয়ে বড় আশীর্বাদ কি হতে পারে?

তোমার কত সুবিধা করে দিল। Nature এর কাজ, তার গভীর তত্ত্বকে জানবার সুযোগ সুবিধা করে দিল। কত তার আশীর্বাদ। এরচেয়ে বড় আশীর্বাদ কি হতে পারে? এরচেয়ে দয়া কি হতে পারে যে, আমাকে সাহায্য করার জন্য ২০ হাজার কোটি মানুষ দিয়ে দিল। এরা (এই ২০ হাজার কোটি মানুষ) সম্পূর্ণ তোমার উপরে dependent. এদেরে মেরে ফেলা, এদেরে অপচয় করা, এদেরে রাখা, এদেরে যা কিছু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার।

২০ হাজার কোটি মানুষ? কটা পৃথিবী দরকার এরকম? ৫০০ কোটি লোক যদি থাকে এই পৃথিবীতে গড়ে তবে ২০ হাজার কোটি লোক বাস করতে গেলে কটা পৃথিবী লাগবে? একজনের মধ্যে ২০ হাজার কোটি, একটা পিঁপড়ার মধ্যেও ২০ হাজার কোটি, কত সূক্ষ্ম। এই ২০ হাজার কোটি মানুষ যদি কেউ রেখে দিতে পারে, অপচয় না করে, common sense কে যদি সামনে রাইখা, guard দিয়া প্রহরী রেখে, কেউ protect ক'রে রেখে দিতে পারে, তবে দুনিয়া দিগ্বিজয় কইরা সেই হইবো মহান, সেই হইবো অবতার, সেই হবে সব। তাঁর আর কিছু দরকার নাই। এই একটাই হইল যথেষ্ট।

তাহলে এখন একটা কথা আছে, এত যে হয়ে গেল শেষ, তাহলে আর আমাগো কি শেষ হয়ে গেল?

প্রশ্নটা করতে পারলে না?

এত যে শেষ হয়ে গেছে বাচ্চগুলো, জীবনভোর যে শেষ করছে, তাহলে কি সব শেষ হয়ে গেল? শেষ হলো না। এখন থেকে যদি এটাকে preserve কর, তার থেকে সৃষ্টি হতে হতে, হতে হতে আবার ২০ হাজার কোটিতে আসবে, fill-up হয়ে যাবে। এটাই হইল nature এর fundamental basis. হাড় ভেঙে গেলে ডাক্তাররা হাড়টা জোড়া দিতে পারতো না, Nature এর নিয়মে হাড়ের সঙ্গে হাড়ের যেই কস থাকে, সেটা বেরিয়ে যদি জোড়া না দিত। ডাক্তাররা শুধু bandage কইরা ছাইড়া দেয়। হাড়ের সাথে হাড় যে মিলাইয়া দেয়, এমনি যোগাযোগ যে দুই হাড় একত্র হইয়া আবার জোড়া লাইগা যায়। বুঝছো তো কথাটা কি বললাম? ঐটাই যেটা নিঃশেষ হয়েছে, কিছু যদি থাকে, সেটা হতে হতে, হতে হতে আবার ২০ হাজার কোটি। যেটা থাকবে, সেটা reserve হবে আপনা হতেই। Reserved হয়ে বাড়তে বাড়তে যাবে। কিছু উথলাইয়া পড়ে, তাতে দোষ হবে না। কতগুলি আছে automatically উথলাইয়া পড়বে, তাতে count এর বেশী কিছু ক্ষতি হবে না। সেইজন্য ২০ হাজার কোটি থিকা ২ হাজার কোটি minus করা হয়। ২ হাজার কোটি minus সাংঘাতিক কথা। আর ১৮ হাজার কোটি রাইখা দেবে। ১৮ X ২ = ৩৬ হাজার কোটি দিয়া তুমি দুনিয়া জয় করতে পারবে।

Guard দিয়া প্রহরী রেখে, কেউ protect ক'রে, রেখে দিতে পারে, তবে দুনিয়া দিগ্বিজয় কইরা সেই হইবো মহান। সেই হইবো অবতার, সেই হবে সব। তাঁর আর কিছু দরকার নাই। এরি একটাই হইল যথেষ্ট।

-- Reserve করে কি করতে হবে?

-- তোমাকে কিছু করতে হবে না। সব autometic হবে। তোমাদের তো কিছুই করতে হয় না। কিছুই তোমরা করো না।

ডাইল, ভাত খাও। ভিতরে কিছু কর? কোন্‌টা কি কর? কি হইতাছে, না হইতাছে, কোন্‌টা কি করতাছ?

-- Benefit-টা কি করে বুঝবো?

-- Benefit-টা? কিছুদিন পরেই বুঝবে। Reserve হইলেই বুঝতে পারবে। অসুবিধা কিচ্ছু হইব না। তোমার reserve হইলেই বুঝতে পারবা। ব্যাঙ্কে যখন টাকা জইমা যায়, তখন interest দেখলেই জানা যায়, জমছে কিছু। কোন অসুবিধা হইবো না। মনে কর, তোমার যদি ২০ হাজার কোটি হইয়া যায়, কথার কথা বলছি, তোমার ২০ হাজার কোটি preserve হয়ে গেছে, আর কোন কিচ্ছু নাই, protected area হয়ে গেছে, seal মারা হইয়া গেছে। ওরা তোমার কাছে চিৎকার করতাছে, 'আমাদের খোরাক দাও'। ভিতর থিকা জাগতাছে। 'বন্দে মাতরম্' চিৎকার করে না? ভিতর থিকা 'বন্দে মাতরম্' হইতেছে। তুমি শুইয়া আছ কিন্তু। Automatically তোমার ভিতর থিকা জাগতাছে। তুমি ভাবতাছ, ভিতর থিকা কি যেন চায়। ঐসব মাথাগুলি চাইতাছে তোমার মধ্যে। ভিতরে জাইগা উঠতাছে, এই মাথার মধ্যে সেটা ক্রিয়া করতাছে। তুমি কিন্তু জানতাছ না কিছু। এদিকে বারবল, ডাম্বল লইয়া বুকডন, বৈঠখারি কইরা যাইতাছ। এইটা ফুলতাছে, ঐটা ফুলতাছে, কেমনে ফুলতাছে, তুমি জান না কিছু। এদিকে কইরা যাইতাছ, এদিকে হুঃ, ওদিকে হুঃ, কইরা যাইতাছ। বাঃ চমৎকার হইয়া যাইতেছে। এই, এই এই যে disturb করতাছে। শুইয়া রইছো, বইসা রইছো, অথবা একা একা যাচ্ছ, ভিতরে একটা revolt করছে, একটা আন্দোলন করছে ভিতরে। আমাদের খোরাক দাও, আমাদের food দাও। Food না দিলে আমরা তোমাকে ছাড়বো না। এই যে কথাটা বলতাছি, এইটা চিৎকারটা তুমি শুনতাছ না। কিন্তু তোমার brain এর মধ্যে গিয়া active হইয়া activities চালাচ্ছে। Brain-এ গিয়া work করছে, তাইলে আমাদের কি করা উচিত? একটা কিছু করা উচিত, একটা কিছু করা উচিত, সাংঘাতিক কথা। এভাবে তো চলা উচিত না।

শুইয়া, রইছো, বইসা রইছো, অথবা একা একা যাচ্ছ, ভিতরে একটা revalt করছে, একটা আন্দোলন করছে ভিতরে। আমাদের খোরাক দাও, আমাদের food দাও। Food না দিলে আমরা তোমাকে ছাড়বো না।

তুমি বুঝতাছ, ভিতরে ভিতরে তোমার শয়নে স্বপনে জাগরণে আহারে বিহারে একটা সুর, একটা চিন্তার স্রোত যেন অবিরাম বয়ে চলেছে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। একটা কিছু যেন চাইছে তোমার ভিতরে, কিন্তু কি যে সেই চাওয়া পাওয়া, তুমি বুঝে উঠতে পারছো না। তোমার ভিতরে ২০ হাজার কোটি মানুষ জেগে উঠেছে সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মাকারে। তারা ক্ষুর্ধাত, তারা খোরাক চায়। তোমার ভিতরে প্রতিটি মানুষ অনন্ত ক্ষুধায় কাতর হয়ে ভরপুর হবার জন্য, অনন্ত পরিতৃপ্তির ধারায় তৃপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ হবার জন্য অশান্ত সমুদ্রের মত আলোড়ন করছে। তোমার ভিতরে উথাল-পাথাল শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই তোমাকে স্থির হতে শান্ত হতে দিচ্ছে না। কিন্তু কি যে তোমার করা উচিত, কিভাবে যে তৃপ্ত হবে সেই অনন্ত চাওয়া-পাওয়া, যেন বুঝেও তুমি বুঝে উঠতে পারছো না। কিন্তু বুঝতে তোমাকে হবেই। মহাশূন্যের সাড়ায়, প্রকৃতির ধারাপাতার ধারায় তোমার অন্তরে যে যোগাযোগের যোগসূত্র রয়েছে সাধা ও গাঁথা, সেই যোগাযোগে যুক্ত হয়ে অনন্ত সুরের সাধনায় তোমার দেহযন্ত্রের প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজাতে হবে সেই সুর, যে সুর জানলে সব সুর জানা যায়।

আমাদের এই দেহবাণীযন্ত্র সুরসাধনার এক আশ্চর্য যন্ত্র। প্রকৃতির উদ্দেশ্যকে, সৃষ্টির রহস্যকে জানার পথে জানতে জানতে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই এই দেহযন্ত্র, বিশ্বের সুরকে মহাশূন্যের গভীরতায় আনয়নের জন্যই এই যন্ত্র। যোগাযোগের ধারায় যুক্ত হয়ে সেই পরমগতিকে আশ্রয় করলে সঠিকতার সুরে জীবনবীণা আপনি বেজে উঠবে।

আবহমানকাল থেকে অনন্তগতির ধারায় ধ্বনিত হয়ে চলেছে এই সুরধ্বনি। সুরকে আশ্রয় করেই জীব জন্মগ্রহণ করছে, আবার সেই সুরধ্বনির ধ্বনিতেই ধ্বনিত হতে হতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সুরের গভীরে ডুবে গেলে তখন আর কোন কথা বা পদ থাকে না। থাকে শুধু ধ্বনি।

সেই ধ্বনিতেই সৃষ্টি হয়। আবার ধ্বংসের বীজও লুকানো থাকে তার মাঝেই। সেই ধ্বনির ধ্বনিতে আপ্লুত হয়ে, সেই হারমণির ছন্দে বন্দে গীতরচনায় সুর সাধনা করতে যদি পার, তবে আপনিই তাদের খোরাক জুটে যাবে। ধীরে ধীরে সুরময় হয়ে উঠবে ভিতরকার সব মানুষগুলি। সকলকেই তাই সুরের পথের পথিক হয়ে, মহাশূন্যের যত্রিক হয়ে, সুরের সাধনা করতে হবে।

গুরু প্রদত্ত যে ধ্বনি পেয়েছ তোমরা কর্ণযোনিতে, সদাসর্বদা সেই ধ্বনি বাজাও দেহবাণীযন্ত্রের সপ্ততারে। মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে সেই ধ্বনি, সেই বীজমন্ত্র ধ্বনিত হতে থাকলেই তোমার ভিতরে সেই ২০ হাজার কোটি মানুষের অনন্ত ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হবে। সেই ধ্বনিতে ধনী হয়ে, সেই বোলে বলীয়ান হয়ে, তারাও তখন বোল দিতে শুরু করবে। অনন্ত সুরে সুরময় হয়ে ধীরে ধীরে পরম পরিতৃপ্তির পথে এগিয়ে যাবে তুমি। ২০ হাজার কোটি মানুষ একসুরে জাগ্রত হয়ে যখন ধ্বনি দিতে থাকবে, তখন সুরে সুরে সুরময় হয়ে অনন্ত সুরের ধারা, সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের দ্বার আপনিই উদ্‌ঘাটিত হবে। ২০ হাজার কোটি মানুষের পরিপূর্ণতা তোমাকে আশ্রয় করেই পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এটা ভাবতেই ছন্দোময় হয়ে উঠবে তোমার জীবন। কোন হতাশা নিরাশা, অভাব-অভিযোগ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এক পরম পরিপূর্ণতার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে তুমি। তাই এই মহাশূন্যের যাত্রী হয়ে তোমার ভিতরে অনন্ত সুরধারা বইয়ে দাও। ধ্বনিত কর মহাকাশের সেই মহানাম মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। তাতেই খোরাক হবে সেই ২০ হাজার কোটি মানুষের; তাদের খাদ্য তারা পাবে এবং অনন্ত সুরে, অনন্ত বলে বলীয়ান হয়ে তারা তোমাকে অনন্তশক্তিতে ভরপুর করে দেবে। তাই সবে বলে, রাম নারায়ণ রাম। আর সেই বীজমন্ত্র, সেই মহাধ্বনি জপ কর অবিরাম। তাতেই মিলবে সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের সমাধান। বল সবে, রাম নারায়ণ রাম।

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টে নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা - ৭০০০৪৮